‘স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক কর্মশালার আউটকাম ডকুমেন্ট

তারিখ: ১০ মার্চ ২০২৪ **সময়: সকাল ১০:৩০ টা**

স্থান: মাল্টিপারপাস হল (লেভেল#১), বিনিয়োগ ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের অন্যতম অর্জন স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ। স্বল্পোন্নত ক্যাটাগরি হতে সফল উত্তরণের পথে মৎস্য সেক্টর একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। এ খাতের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক তা সমাধানের পন্থা নির্ণয়, এ খাতে বিনিয়োগ বিকাশ ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে করণীয় নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর উদ্যোগে এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি) ও বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিএফএফইএ)-এর সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট অংশীজন সমন্বয়ে ১০ মার্চ ২০২৪ তারিখ সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় বিডা'র মাল্টিপারপাস হল (লেভেল#১, বিনিয়োগ ভবন), আগারগাঁও, ঢাকা-এ **‘স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা’** শীর্ষক এক জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব লোকমান হোসেন মিয়া (সিনিয়র সচিব)। কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব অভিজিৎ চৌধুরী, নির্বাহী সদস্য (অতিরিক্ত সচিব), স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টমেন্ট, বিডা। জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; সভাপতি, শ্রিম্প হ্যাচারি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (সেব) এবং সভাপতি, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিএফএফইএ) কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করেন। ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, নির্বাহী পরিচালক, রিসার্চ এন্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভলপমেন্ট (RAPID) কর্মশালার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

কর্মশালায় অন্যান্যদের মধ্যে ১। জনাব শ্যামল দাস, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এম.ইউ.সী ফুডস লি., বিসিক শিল্প নগরী, ঝুমঝুমপুর, যশোর; ২। ড. মোস্তফা আবিদ খান, সাবেক সদস্য, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন; ৩। প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নওশাদ আলম, ডীন, মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; ৪। সৈয়দ মোঃ আলমগীর, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর 'আলোচক' হিসেবে মূল প্রবন্ধ ও মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উন্নয়ন এবং মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক নিয়ে নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। কর্মশালার শেষ পর্বে, জনাব নাহিদ আফরোজ, যুগ্মসচিব ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিজনেজ প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি), বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কর্মশালায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, মৎস্য অধিদপ্তর, বিসিএসআইআর, বিএসটিআই, সিভিল এভিয়েশন অথরিটি অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ফিশারিজ ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই), বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিএফএফইএ), ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই), মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এমসিসিআই), বাংলাদেশ লাইভ এন্ড চিল্ড ফুড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশন-এর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং মৎস্য খাতের বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজন অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার প্রেক্ষিত:

মাছ-ভাতে বাঙালির প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস মাছ। আমাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে আছে মাছ। খাদ্যের চাহিদা পূরণ, নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের যোগানের মাধ্যমে সুস্থ ও মেধাবী মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সর্বোপরি জাতীয় উন্নয়নের অনবদ্য অবদান রেখে চলেছে মৎস্য খাত। দেশের মোট জিডিপির প্রায় ২.৪৩ শতাংশ এবং কৃষি জিডিপি'র প্রায় ২২.১৪ শতাংশ মৎস্য খাতের অবদান (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৩)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত ‘The Household Income & Expenditure Survey-2022’ অনুযায়ী মাথাপিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমান ৬০ গ্রাম/দিন/জন চাহিদার বিপরীতে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭.৮০ গ্রামে উন্নীত হয়েছে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৪ লক্ষ নারীসহ ১৯৫ লক্ষ বা ১২ শতাংশ অধিক লোক এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে। সরকারের মৎস্য বান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং চাষী ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে কারিগরি পরিষেবা প্রদানের ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৭.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন।

দেশীয় সাফল্যের পাশাপাশি মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও স্বীকৃত। বিগত ২০২২ সালে প্রকাশিত জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ‘The State of World Fisheries & Aquaculture-2022’ শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণে বাংলাদেশ তৃতীয়, বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে ৫ম, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাসিয়া উৎপাদনে ৮ম

এবং ফিন ফিস (Fin fish) উৎপাদনে ১১ তম স্থান দখল করেছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনে প্রথম এবং তেলাপিয়া উৎপাদনে চতুর্থ। আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশে উন্নীতকরণ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এ উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২১-২০২৫) মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জেলেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, স্থায়িত্বশীল নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও সর্বোত্তম উৎপাদনশীলতা নিশ্চিতকরণে মৎস্য খামার স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ, সম্পদের টেকসই আহরণ, সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা বিকাশের লক্ষ্যে সামুদ্রিক মাছের মজুদ নিরূপণ, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের স্থায়িত্বশীল আহরণ, গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণ এবং মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের ভ্যালু চেইন উন্নয়নসহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য হ্যান্ডলিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও রপ্তানির নিমিত্ত সরকার কর্তৃক 'মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০' প্রণয়নসহ নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ; সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে নিম্নোক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন-

- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতি হিসেবে বাণিজ্যিক খামার ম্যাকানাইজেশন ও স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ
- সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারপূর্বক খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে টেকসই মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন ৪৯ লক্ষ ১৫ হাজার মেট্রিক টন থেকে ৫৮ লক্ষ ৪০ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীতকরণ এবং পুষ্টির চাহিদা পূরণে জনপ্রতি মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬৭.৮০ গ্রাম/দিন থেকে বৃদ্ধি করে ৭৫গ্রাম/দিনে উন্নীতকরণ
- সুনীল অর্থনীতির বিকাশ সাধনে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ ও দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ নিশ্চিতকরণ
- ভ্যালু চেইন উন্নয়নের মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, বৈচিত্র্যময় ভ্যালু অ্যাডেড মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে মৎস্য অপচয় ১০ শতাংশ হ্রাসকরণ এবং এ খাতে আগামী ৫ বছরে প্রায় ৬ লাখ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে রপ্তানিমুখী মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বেসরকারি খাতকে উদ্বুদ্ধকরণ
- দেশের বাইরে নতুন নতুন বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আমদানিকারক উদ্বুদ্ধকরণে ফিশ এক্সপো আয়োজন
- মৎস্যপণ্য প্রক্রিয়াকরণে অর্থনৈতিক অঞ্চল (Economic Zone) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রপ্তানি আয় ৪ হাজার ৭৯০ কোটি থেকে আগামী পাঁচ বছরে ১৫ হাজার কোটি টাকায় উন্নীতকরণ
- পুকুরে মাছ চাষ এবং যেখানে সম্ভব ধানখেতে মাছ চাষের আরও প্রসারের জন্য উন্নত জাতের পোনা, খাবার, রোগব্যাধির চিকিৎসা অব্যাহত রাখা
- খামারিদের জন্য সুলভে পুঁজি সংস্থান ও বিদ্যুৎ-সংযোগসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান অব্যাহত রাখা

তৈরি পোশাক ব্যতীত দেশের অন্যান্য প্রধান রপ্তানি পণ্যসমূহের মধ্যে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য অন্যতম। এ দেশ হতে বিশ্বের ৫০টিরও অধিক দেশে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি করা হয়ে থাকে। এক সময় মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমাদের অন্যতম শীর্ষ রপ্তানি পণ্য হিসেবে বিবেচিত হলেও সময়ের পরিক্রমায় এ খাতের রপ্তানি আয় সে তুলনায় তেমন বৃদ্ধি পায়নি। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নানাবিধ কারণে এ সেক্টর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। উপরন্তু, আগামী ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর বিশ্বের অনেক দেশেই বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুবিধা যেমন রহিত হতে পারে, একইভাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর নিয়ম অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর বর্তমানের ন্যায় রপ্তানির বিপরীতে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান রহিত করতে হবে। অর্থাৎ, স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের ফলে দেশের অন্যান্য পণ্যের ন্যায় মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের রপ্তানিও নানামুখী চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে মর্মে প্রতীয়মান হয় যা মোকাবিলার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

কর্মশালার উদ্দেশ্য:

- বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিশ্লেষণ এবং মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দেশের মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধানে সুনির্দিষ্ট করণীয় নির্ধারণ
- দেশে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সমস্যাসমূহ ও গৃহীত পদক্ষেপ পর্যালোচনা এবং করণীয় বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়ন
- স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনা এবং তা নিরসনে করণীয় নির্ধারণ
- মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিনিয়োগ বিকাশে করণীয় নির্ধারণ

কর্মশালার রেকর্ডেড নোটস

কর্মশালার স্বাগত বক্তব্য, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন ও তাঁর ওপর আলোচকবৃন্দের বক্তব্য, বিএফএফইএ-এর প্রেসিডেন্ট-এর বক্তব্য, অতিথিগণের বক্তব্য এবং সভাপতির বক্তব্যের রেকর্ডেড নোটস নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

জনাব অভিজিৎ চৌধুরী, নির্বাহী সদস্য (অতিরিক্ত সচিব), স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টমেন্ট, বিডা-এর স্বাগত বক্তব্য:

স্বাগত বক্তব্যে জনাব অভিজিৎ চৌধুরী, নির্বাহী সদস্য (অতিরিক্ত সচিব), স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টমেন্ট, বিডা কর্মশালার বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য ও পটভূমি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, ২০২২ সালের আগস্ট মাসে বিডা কর্তৃক একটি স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন সভা আয়োজন করা হয় যেখানে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সম্ভাবনা, সমস্যাসমূহ এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এনবিআর, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন সংস্থা ও এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবৃন্দ এ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সেই আলোকে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সুনির্দিষ্ট সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ মৎস্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বিএফএফইএ প্রতিনিধিদের নিয়ে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে দ্বিতীয় আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তরকে ফোকাল পয়েন্ট করে চিহ্নিত সমস্যাগুলো সমাধানে করণীয় এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সেই প্রেক্ষিতে ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্ট এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের আগ্রহে এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী একটি কর্মশালার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন সমন্বয়ে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ/চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক নীতি নির্ধারকদের সামনে বিষয়গুলো তুলে ধরা এবং করণীয় নির্ধারণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি এ কর্মশালা আয়োজনে বিডাকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বিএফএফইএ ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি এ কর্মশালায় যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, ২০২৬ সালের পর বাংলাদেশের এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের প্রেক্ষাপটে আগত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় এখন থেকেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পরিশেষে তিনি কর্মশালার মাধ্যমে বাংলাদেশের রপ্তানি বহুমুখীকরণে বিভিন্ন সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট করণীয় নির্ধারণ করে সরকারের কাছে প্রেরণের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারীগণকে সক্রিয়ভাবে কর্মশালার আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে নিম্নোক্ত বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেব:

- তৈরি পোশাক খাতের পাশাপাশি আমাদের অন্যান্য পণ্যের রপ্তানি বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
- দক্ষিণবঙ্গে প্রতিবছর প্রচুর মাছ আহরণ করা হয়। কিন্তু তার খুব স্বল্প পরিমান মূল স্রোতে আসে বা রপ্তানিতে আসে। সেসব স্থানে যদি মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ শিল্প গড়ে তোলা যায় তাহলে বিনিয়োগের পরিবেশ বা ক্ষেত্র তৈরি হবে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং তার সাথে রপ্তানি আয় বাড়বে।

ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, নির্বাহী পরিচালক, রিসার্চ এন্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফল ডেভলপমেন্ট (RAPID) কর্তৃক কর্মশালার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন:

ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, নির্বাহী পরিচালক, রিসার্চ এন্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফল ডেভলপমেন্ট (RAPID) তাঁর উপস্থাপনার শুরুতে আয়োজক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি জানান যে, বাংলাদেশের গত ৫০ বছরের পথ পরিক্রমা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ৮ বিলিয়ন ইউএস ডলারের অর্থনীতি থেকে এখন ৪৬০ বিলিয়ন ইউএস ডলারের এক বিরাট অর্থনীতিতে পরিণত হলেও অর্থনীতি যেভাবে বেড়েছে সেভাবে আমাদের রপ্তানি বহুমুখীকরণ (Export Diversification) হয়নি। আমাদের রপ্তানি আয় একসময় পাট এবং পাটজাতপণ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং পরবর্তীতে তা প্রধানত তৈরি পোশাক শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ বাংলাদেশের রপ্তানি আয় একক পণ্যের রপ্তানির ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল থেকেছে।

তিনি জানান যে, আমাদের অর্থনীতির বর্তমান সাফল্যের পিছনে তৈরি পোশাক শিল্প (RMG) সেক্টরের বড় অবদান রয়েছে। বিগত অর্থবছরে আমরা ৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় করেছি যা ২০৩০ সাল নাগাদ ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে চাই। এর জন্য আমাদের Export diversification-এর কোন বিকল্প নেই। তিনি জানান যে, সে ক্ষেত্রে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় পণ্য যা আমাদের নিজেদের দেশেই উৎপাদিত হয়। স্বাধীনতার পর হতে বাংলাদেশ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি করলেও, ইদানিং এর রপ্তানি হ্রাস পাচ্ছে। তিনি জানান যে, মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের রপ্তানি ১৯৯০ হতে ২০০০ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরে গড়ে ১০.৭% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে; ২০০১-২০১০ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরে গড়ে ৩.৪% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে; ২০১১-২০২০ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরে গড়ে ০.৩% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে; যা ২০১৯-২০২৩ সময়কালে গড়ে প্রতি বছর ৩% হারে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানের এই নেগেটিভ Growth আমাদের জন্য হতাশাজনক। কারণ, ২০১৪ সালে যেখানে আমরা ৬০০ মিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় করেছি, সেখানে বিগত অর্থবছরে মাত্র ৩৮২ মিলিয়ন রপ্তানি আয় হয়েছে। অর্থাৎ,

রপ্তানি আয় প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। রপ্তানি যেখানে বাড়ার কথা, সেখানে আরো কমেছে। এই হ্রাসের কারণ অনুসন্ধানের পাশাপাশি আমাদের চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানে আমাদের করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। Potentiality থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন তা কাজে লাগাতে পারছি না সেটা খতিয়ে দেখার জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের মোট রপ্তানি আয়ের মধ্যে হিমায়িত চিংড়ির অবদান শতকরা ৭২ ভাগ; আর হিমায়িত মৎস্য এর অবদান শতকরা ১৭ ভাগ। আমাদের রপ্তানির প্রধান গন্তব্যস্থল হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর দেশগুলো, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন ইত্যাদি। উল্লেখ্য, মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের ২০২২-২৩ এর রপ্তানি আয়ের সাথে ২০২১-২২ এর রপ্তানি আয়ের তুলনা করলে দেখা যায় যে, রপ্তানি আয় শতকরা ২৬ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। এ হ্রাসের পিছনে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও করোনা মহামারি ছাড়াও আরো কোনও কারণ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে।

ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ জানান যে, সারা পৃথিবীর মোট চিংড়ির বাজার হলো ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যেখানে মোস্ট ডমিনেটিং হচ্ছে ভেনামি চিংড়ি। এই ভেনামি চিংড়িকে ফোকাস করে ইন্ডিয়া কিন্তু ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার টোটাল চিংড়ি সেক্টর থেকে রপ্তানি আয় করছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে যে, ভারত মাত্র এক লক্ষ ৬০ হাজার হেক্টর হতে যে উৎপাদন পেয়েছে, সেখানে প্রায় আড়াই লক্ষ হেক্টর হতে আমরা যে পরিমান চিংড়ি উৎপাদন করি তা অনেক কম। অর্থাৎ, আমাদের উৎপাদনশীলতা অনেক কম। ভারতে যেখানে প্রতি হেক্টরে ৮ থেকে ১০ হাজার কেজি সাধারণ চিংড়ির উৎপাদন হচ্ছে, আমরা কিন্তু তার ধারে-কাছে যেতে পারছি না। সুতরাং, চিংড়ির উৎপাদনশীলতার প্রতি আমাদের নজর দিতে হবে। সারা পৃথিবীব্যাপী ইউরোপ এবং আমেরিকার বাজারে এখন যেহেতু ভেনামি চিংড়ির প্রাধান্য। তিনি আরো জানান যে, আমরা ২০২৩ সালে ভেনামি চিংড়ি চাষ অনুমোদন করলেও তার ফলাফল পেতে সময় লাগবে। ধারণা করা হচ্ছে যে, ২০২৮ সালে চিংড়ির বাজার হবে ৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বের লিডিং চিংড়ি রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে বর্তমানে ইকুয়েডর হচ্ছে লিডিং এক্সপোর্টার যার শতকরা ২৩.৯ ভাগ গ্লোবাল মার্কেট শেয়ার সেখানে বাংলাদেশের গ্লোবাল মার্কেট শেয়ার মাত্র শতকরা ১.৪৯ ভাগ। সুতরাং এই জায়গায় আমাদের অনেক কিছু করতে হবে। আমাদের চিংড়ির যে সকল রপ্তানির বাজার আছে তার মধ্যে নেদারল্যান্ড (১৭.৫%), জার্মানি (১৬.৬%), যুক্তরাজ্য (১৪.৩%), যুক্তরাষ্ট্র (১০.৫%), বেলজিয়াম (১১.১%) প্রধান। এই দেশগুলোতে আমাদের রপ্তানি পটেনশিয়ালিটি রয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, পূর্ণ সক্ষমতা কাজে লাগাতে পারলে আমাদের মৎস্য ও চিংড়ি রপ্তানি ২.৫ থেকে ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব।

তিনি জানান যে, বাংলাদেশের ২০২৬ সালের নভেম্বরে এলডিসি স্টেটাস থেকে গ্র্যাজুয়েশনের পর ২০২৯ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্য Preference-এর সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত রাখবে। কিন্তু সেই সুযোগ জাপান বা কানাডিয়ান মার্কেটে থাকছে না উল্লেখ করে তিনি এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনজনিত কারণে বাংলাদেশ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানিতে যেসব সমস্যা বা হুমকির সম্মুখীন হতে পারে সেগুলো উল্লেখ করে আমদানিকারক দেশসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে কিভাবে সেসব মোকবিলা করা যেতে পারে তা আলোচনা করেন। ক্যাপাসিটি ডেভলপমেন্ট, লেবার ট্রেনিং, গুণগত মান এবং স্ট্যান্ডার্ড এর উন্নতি, সহনশীল উৎপাদন পদ্ধতি অবলম্বন, গ্রীন ফার্মিং এ সহায়তা প্রদান, ভেনামি উৎপাদন বাড়াতে মডার্ণ ফার্মিং সম্প্রাসরণ, এ সংক্রান্ত রিসার্চ এন্ড ডেভলপমেন্ট এ সহায়তা প্রদান, ভারত থেকে ভেনামি বিষয়ে ক্রস কান্ট্রি লার্ণিং গ্রহণ ইত্যাদি সম্ভাব্য সমাধান হিসেবে উল্লেখ করেন।

তিনি নিম্নবর্ণিত সুপারিশমালা পেশ করেন:

- রপ্তানি উন্নয়নের জন্য ফ্রোজেন ফিশ এবং চিংড়ির গুণগত মান আমদানিকারক দেশের নির্ধারিত চাহিদার স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী বজায় রাখার স্বার্থে খাদ্য নিরাপদতা সংক্রান্ত আইন ও বিধি হালনাগাদ করণ, পরিবেশগত স্ট্যান্ডার্ড, স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি বিধি-বিধান পরিপালনসহ যথাযথ সাপ্লাই চেইন তৈরি ও উন্নয়ন করতে হবে।
- কোল্ড চেইন সিস্টেম এর উন্নয়ন করতে হবে।
- LDC গ্রাজুয়েশনের পর প্রধান জিএসপি সুবিধা প্রদানকারী আমদানিকারক দেশসমূহের সাথে (ইইউ এবং অন্যান্য ট্রেডিং পার্টনার এর সাথে) বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বা সুবিধাজনক শর্তে সুযোগ সুবিধা অব্যাহত রাখার জন্য সক্রিয়ভাবে দ্বিপাক্ষিক নিগোসিয়েশন এর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিগুলোর টেস্টিং সুবিধার আওতা ও জনবলবৃদ্ধিসহ সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- স্থানীয় বাজারে ভোক্তার চাহিদা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানি বাজারে কাঁচামালের সংকটের কারণে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের রপ্তানির পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। মৎস্য ও মৎস্যপণের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাচাঁমালের সংকট দূর করতে হলে উৎপাদন বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। তাই চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সনাতন চাষপদ্ধতির পরিবর্তে উন্নত আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে আধা-নিবিড় এবং নিবিড় চাষপদ্ধতির সম্প্রসারণ, ক্লাস্টার ফার্মিং, কনট্রাক্ট ফার্মিং এবং বাণিজ্যিক খামার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সনাতন চাষপদ্ধতির পরিবর্তে উন্নত আধুনিক প্রযুক্তির আধা-নিবিড় এবং নিবিড় চাষপদ্ধতির সম্প্রসারণ ও বাণিজ্যিক খামার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী চাষি তৈরির জন্য সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভেনামির উচ্চ উৎপাদনশীলতাকে কাজে লাগাতে দেশে ভেনামির চাষ দ্রুত সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

- পার্টনারশিপের ভিত্তিতে উপকূলীয় এলাকায় আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ খাতে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI)-কে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ১০% হারে অগ্রিম আয়কর কর্তন এর বিধান বাতিল করতে হবে।
- ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি ২০২৩ এর যথাযথ বাস্তবায়ন এর মাধ্যমে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানিকারকগণ যাতে কর অব্যাহতি সুবিধা ও বন্ড সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রসেসিং কারখানাগুলোতে প্রসেসিং সংক্রান্ত কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে ২% হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান প্রত্যাহার করতে হবে।
- কক্সবাজার ও খুলনা এলাকায় শ্রিম্প ইকোনমিক জোন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- আধুনিক পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক চিংড়ি খামার স্থাপনের জন্য চিংড়ির ঘের এর গভীরতা বাড়ানো, ভরাটকৃত খাল-বিল পুনঃখনন করাসহ সার্বিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ২-৪% হার সুদে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানিকারকদের EEF-Equity and Entrepreneurship Fund /EDF-Export Development Fund হিসেবে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- চিংড়ি বীমার প্রচলন করতে হবে।

পরিশেষে তিনি বলেন যে, কর্মশালায় আলোচনার ভিত্তিতে প্রণীত সুপারিশমালা বাস্তবায়নে টাইম বাউন্ড অ্যাকশন প্ল্যান (Time bound action plan) প্রণয়ন করে তার বাস্তবায়ন করা হলে এই সেক্টরের সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের যে লক্ষ্যমাত্রা তা অর্জন করা সম্ভব।

নির্ধারিত আলোচকবৃন্দের বক্তব্য:

১। জনাব শ্যামল দাস, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এম. ইউ. সী ফুডস লিঃ, যশোর-এর বক্তব্য:

জনাব শ্যামল দাস, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এম. ইউ. সী ফুডস লিঃ, যশোর জানান যে, পৃথিবীব্যাপী মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের শীর্ষ আমদানিকারক দেশ, চীনে প্রথম পাঁচটি রপ্তানিকারক দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম নেই। আমাদের রপ্তানির অন্যতম শীর্ষ গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র, সেখানেও প্রথম পাঁচটি রপ্তানিকারক দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম নেই। জাপানের কথা বিবেচনা করলে সেখানেও শীর্ষ পাঁচটি রপ্তানিকারক দেশের তালিকায় আমাদের নাম নেই। আমাদের মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের সিংহভাগ ইউভুক্ত দেশগুলোতে রপ্তানি হলেও সেখানকার মোট আমদানির তুলনায় তা খুব কম (শতকরা মাত্র ৩.৭৫ ভাগ) । সুতরাং আমাদের আত্মতুষ্টিতে ভোগার কোন সুযোগ নেই মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি জানান যে, আমাদের চিংড়ি চাষের জমি ২.৫ লক্ষ হেক্টর আর আমরা উৎপাদন করি প্রায় ২ লক্ষ মেট্রিক টন। আর ইন্ডিয়ার চিংড়ি চাষের জমি ১.৫ লক্ষ হেক্টর, তাঁরা উৎপাদন করে ৮ লক্ষ মেট্রিক টন। ইন্ডিয়া যে ভেনামি চিংড়ি উৎপাদনের মাধ্যমে চিংড়ি উৎপাদন ৮ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করেছে, সেই ভেনামি তাদের নেটিভ জাত না। এটি তারা আমদানি করে ২০০৯ সালে চাষ শুরু করেছিল। পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে সুফল পাওয়ায় পরে তারা চাষ শুরু করে। জনাব দাস জানান যে, আমাদের সম্ভাবনা অনেক। কিন্তু আমাদের সমন্বিত উদ্যোগের অভাব রয়েছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বপ্ন দেখেন আগামী পাঁচ বছরে মৎস্য মৎস্য সেক্টরের রপ্তানি আয় বার্ষিক ১৫ হাজার কোটিতে উন্নীত করার এবং তিনি আমাদেরকেও স্বপ্ন দেখিয়েছেন। এই সেক্টরের একজন রপ্তানিকারক হিসেবে তিনি মনে করেন যে, এই শিল্পের চাষী যদি বাঁচে তাহলে শিল্প বাঁচবে এবং চাষীকে বাঁচাতে হলে যেমন কিছু রাজনৈতিক কমিটমেন্ট দরকার, তেমনি রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা দরকার। তবে উদ্বেগের বিষয় হল যে, আমাদের চাষীদের উচ্চহারে বিদ্যুৎ বিল দিতে হয় (প্রতি ইউনিট ১১, ১২ বা ১৩ টাকা হারে)। আমাদের প্রতিযোগী দেশ, ভারতের তামিলনাড়ুর চাষী বিদ্যুৎ বিল দেয় ৫ টাকা হারে। সে যখন তার উৎপাদিত চিংড়ি একই মার্কেটে এসে বিক্রি করে তখন তার সাথে প্রাইজ কম্পিটিশন করা সম্ভব হয় না। তাঁর কম্পিটিটিভনেস বেড়ে যায়। মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানিকারকগণকে রপ্তানিতব্য পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কোন উপকরণ আমদানিতে বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা না থাকলে, আমাদের কম্পিটিটিভনেস কমে যায়। তিনি আরো জানান যে, আমাদের প্রোডাক্টিভিটি খুবই কম যা দিয়ে আমরা কম্পিটিটিভ হতে পারবো না। তাই রপ্তানিতে কম্পিটিটিভনেস বাড়াতে হলে, আমাদের চিংড়ি চাষে আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ বাড়াতে হবে। যদি ৩০% খামারও আধা-নিবিড় চাষে রূপান্তর করা যায়, তাহলে আমাদের উৎপাদন বর্তমানের দুই লক্ষ মেট্রিক টন হতে ৪ লক্ষ মেট্রিক টনে অচিরেই রূপান্তর করা সম্ভব। এই জিনিসগুলো সমন্বয় ঘটালেই তাহলে আমরা কিন্তু ১৫,০০০ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারব। সে লক্ষ্যে পলিসি সাপোর্ট প্রদানের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। জনাব দাস নিম্নবর্ণিত সুপারিশমালা পেশ করেন:

- বাংলাদেশের চিংড়ির বাজার সম্প্রসারণের পাশাপাশি উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদন ও তা রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- আমাদের চিংড়ির আইডেন্টিফিকেশন বা ব্রান্ড তৈরিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- আমাদের বাগদা ও গলদা চিংড়ির পাশাপাশি ভেনামি চিংড়ির চাষের দ্রুত সম্প্রসারণের মাধ্যমে মোট চিংড়ির উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

- বাগদা, গলদা ও ভেনামি চিংড়ির থার্ড পার্টি সার্টিফিকেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ভ্যালু অ্যাডিশনের পাশাপাশি হাই ভ্যালু-ডাইভারসিফায়েড পণ্য উৎপাদন করতে হবে।
- মৎস্য পণ্য রপ্তানিতে ব্যবহৃত কোন উপকরণ আমদানিতে বন্ডেড ওয়্যার হাউজ সুবিধা দিতে হবে। সমুদ্রসীমা বিজয়ের কাঙ্খিত ফল পেতে মেরিকালচার থেকে শুরু করে আমাদের মৎস্য পণ্যগুলোকে বাল্ক আকারে না পাঠিয়ে ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করতে হবে।
- নতুন নতুন প্রজাতির চাষ শুরু করতে হবে।

২। ড. মোস্তফা আবিদ খান, প্রাক্তন সদস্য, ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন-এর বক্তব্য:

ড. মোস্তফা আবিদ খান, সাবেক সদস্য, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, LDC graduation is like university graduation। আমাদের এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পর আর সাহায্য পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে অনেক ক্ষেত্রে ডিউটি ফ্রি সুবিধা রহিত হতে পারে। তাই, আমাদের রপ্তানিকারকদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। গ্রাজুয়েশনের পর, বাংলাদেশ রপ্তানিকারকদেরকে বর্তমানের ন্যায় সাপোর্ট প্রদান অব্যাহত রাখত পারবে না। এর মধ্যে আছে রপ্তানির ওপর আর্থিক প্রণোদনা অন্যতম। সরকার কর্তৃক আরো কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাপোর্ট দেয়ার ব্যাপারে অবজেকশন আসতে পারে। সুতরাং, তিনি বাংলাদেশের এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পর আর্থিক প্রণোদনা বন্ধ হয়ে গেলেও রপ্তানির পরিমান কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় তা বের করার আহ্বান জানান। তিনি জানান যে, রপ্তানিকারকদেরকে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পর নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আমাদের রপ্তানিকারকদের নিজেদের কম্পিটিটিভনেস বাড়াতে হবে। এলডিসি গ্রাজুয়েশনের প্রেক্ষাপটে আমাদের মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন-

- মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সাপ্লাই চেইনের যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা দূর করতে হবে।
- পলিসি কন্সট্রেইন্ট দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- মার্কেট এক্সেস বাড়াতে হবে।
- পাশাপাশি আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে যাতে বাড়তি উৎপাদিত চিংড়ি বিদেশে রপ্তানি করা যায়। সে লক্ষ্যে ভেনামি চিংড়ির চাষ দ্রুত সম্প্রসারণের মাধ্যমে চিংড়ির উৎপাদন বাড়ানো গেলে রপ্তানির জন্য কাঁচামালের সংকট দূর হবে।

৩। প্রফেসর ড. কে. এম. নওশাদ আলম, ডীন, মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর বক্তব্য:

প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নওশাদ আলম, ডীন, মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদন ও চাহিদার বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন। তিনি দেশে ভেনামি চিংড়ি চাষের অনুমোদন দেয়ার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এ চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি জানান যে, বাংলাদেশের চিংড়ির অনন্য স্বাদের কারণে ইউরোপের বাজারে এর দাম ভেনামি থেকে দুই থেকে তিন ডলার বেশি। কিন্তু, ইউরোপের বাজারে অনেক ডিমান্ড হওয়া সত্বেও আমরা রিটেল মার্কেটে যেতে পারি না। রিটেল মার্কেটে যেতে পারলে আরও বেশি দাম পাওয়া যাবে। এর জন্য রপ্তানিকারকদের কাজ করা উচিত মর্মে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের বর্তমান মৎস্য উৎপাদন ৪.৬২ মিলিয়ন মেট্রিক টন। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা'র মতে ২০৫০ সালের বাংলাদেশের জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে আরো প্রায় ৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন করতে হবে। তিনি এই বর্ধিত মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে, সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের চেয়ে অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর মতে, আমাদের একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল (EEZ) হতে আর বেশি সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের সুযোগ নেই। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়সমূহ পলি পড়ে ভরাট হয়ে যাওয়ায় ও নানাবিধ কারণে শুকিয়ে যাওয়ায় সেগুলোর উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেয়েছে। তাই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বদ্ধ জলাশয়ের কোন বিকল্প নেই। তিনি মৎস্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ভার্টিক্যালি মৎস্যচাষের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এর পাশাপাশি ব্লু ইকোনমি'র সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে গভীর সমুদ্র হতে মৎস্য বিশেষত টুনা ও টুনাজাতীয় অন্যান্য পেলাজিক মৎস্য আহরণের ওপর জোর দেন যা বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে আমাদের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাঁর মতে, টুনা আহরণের জন্য শ্রীলংকার জেলেদের ন্যায় sea worthy vessel ব্যবহার করা উচিত। এই vessel-গুলো মাত্র ৭০- ৮০ ফুট লম্বা এবং ফাইবার গ্লাসের তৈরি যাতে all sorts of detection, navigation and tropication equipments লাগানো আছে। এ ধরনের ছোট ছোট নৌযান খুব দ্রুত চলাচল করতে পারে। তিনি আরো জানান যে, এই ধরনের ভেসেল introduction করার কথা বারবার বলে আসলেও আমাদের দেশে এই ধরনের ভেসেল introduction করা হয়নি।

প্রফেসর ড. আলম উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পোস্ট হারভেস্ট লস (Post-harvest loss) কমানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জানান যে, মাছ আস্তে আস্তে পঁচে। এমনকি শতকরা ৫০ ভাগ পঁচলেও সহজে বোঝা যায় না। পঁচা মাছ খেলে শরীরের কোন উপকার হবে না মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি জানান যে, এসডিজি গোল ১২.৩ আর্টিকেল অনুযায়ী আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে পোস্ট-হার্ভেস্ট লস শতকরা ৫০ ভাগ কমাতে হবে। সুতরাং পোস্ট হার্ভেস্ট লস কমাতে আমাদের কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে। সফলভাবে পোস্ট হার্ভেস্ট লস কমাতে পারলে প্রায় ০.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন মাছ বেঁচে যাবে মর্মে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি এলডিসি গ্রাজুয়েশনের প্রেক্ষাপটে দেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের রপ্তানি আয় বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন-

- নিরাপদ ও গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদন, হ্যান্ডলিং, পরিবহন, বিপণন, বাজারজাতকরণ, ট্রেসিবিলিটি নিশ্চিতকরণে মৎস্য অধিদপ্তরের শূণ্য পদে নিয়োগ দান এবং জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- মৎস্য, মৎস্যপণ্য, বর্জ্য, উপজাত, সামুদ্রিক শৈবাল ইত্যাদি হতে ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদন করা প্রয়োজন।
- পোস্ট হারভেস্ট লস কমাতে হবে এবং এই লসকে অ্যাড্রেস করার জন্য আমাদের ভ্যালু অ্যাডিশন করা ছাড়া কোন পথ নেই।
- লো প্রাইস যে ফিসগুলো আছে, এই মাছগুলো ভ্যালু অ্যাড করে অনেক বেশি মূল্যে রপ্তানি করা যায়।
- আমাদের টুনা ফিশিং এরিয়া পর্যাপ্ত নয়। তাই, আমাদের ডিপ সী ফিশিংয়ে যেতে হবে। এ কাজে শ্রীলংকার জেলে নৌকার অনুকরণে fast moving ফাইবার গ্লাসের তৈরি sea worthy vessel ব্যবহার করা উচিত।
- সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সী কেইজ কালচার এবং অটোমেটেড সী কেইজ কালচার শুরু করা দরকার। আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলে এই ধরনের অটোমেটেড কেইজ কালচারের সম্ভাব্যতা বা উপযোগিতা পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
- মৎস্য ও চিংড়ির রপ্তানির চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেটা নিরসনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- পরিবেশের যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেটা ওভারকাম করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।
- চাষের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একোয়াকালচার-এর সম্ভাবনা কাজে লাগাতে ভালো মানের ফিডের যোগান নিশ্চিত করতে হবে।
- বদ্ধ জলাশয়ে আমাদের vertical intensification-এ যেতে হবে।
- আমাদের উপকূলীয় ও মোহনা অঞ্চল- এইসব জায়গা গুলোতে খুব ভালো ইনটেন্সিফিকেশন হতে পারে।
- Vannamei Commercially Culture করার অনুমতি অনেক দেরিতে পাওয়া গেলেও এর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার।
- পোস্ট হার্ভেস্ট লস কমাতে হবে।
- প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট ও ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদনের জন্য গবেষণা করতে হবে।

রপ্তানিযোগ্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি স্থানীয় ভোক্তা বাজারের মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের কোয়ালিটিও মনিটর করা অতীব প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

৪। সৈয়দ মোঃ আলমগীর, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ-এর বক্তব্য:

সৈয়দ মোঃ আলমগীর, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর এ সেমিনারকে অত্যন্ত সময়োপোযোগী উল্লেখ করেন। তিনি জানান যে, মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের রপ্তানি আয় আগামী পাঁচ বছরে ১৫ হাজার কোটি টাকা অর্জন করা সম্ভব। সেজন্য তিনি বছরওয়ারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের প্রস্তাব করেন। তিনি মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং পোস্ট হারভেস্ট লস কমাতে মৎস্য অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরেন। তিনি ব্লু ইকোনমির মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতি শক্তিশালী করতে মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যক্রমও তুলে ধরেন। মৎস্য অধিদপ্তরাধীন বিশ্বমানের তিনটি অ্যাক্রিডেটেড ল্যাবরেটরি রয়েছে উল্লেখ করে তিনি জানান যে, অতি সম্প্রতি ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের ডিজি সাঁতে (DG-SANTE) একটি অডিট টীম বাংলাদেশে তাঁদের অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে এবং বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সন্তোষজনক মর্মে তাঁদের অডিট প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে। বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের অফিসিয়াল কন্ট্রোল ব্যবস্থাপনা ইউরোপের মানের চেয়ে কোন অংশেই কম নয় মর্মে তাঁরা অডিট প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন।

প্রেসিডেন্ট, বিএফএফইএ-এর বক্তব্য:

জনাব কাজী বেলায়েত হোসেন, প্রেসিডেন্ট, বিএফএফইএ তাঁর বক্তব্যে জানান যে, গত এক দশকে কাঁচামালের সংকেটর কারণে হিমায়িত মাছ ও চিংড়ির রপ্তানি ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। তিনি আরও জানান যে, স্থানীয় বাজারে মাছের চাহিদা বৃদ্ধি, ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ প্রভৃতি কারণে রপ্তানির পরিমাণ কমেছে। ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সরকার কর্তৃক হিমায়িত মৎস্য ও

মৎস্যপণ্য রপ্তানিকারকদের নগদ সহায়তা প্রত্যাহার করা হবে যার বিকল্প হিসেবে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান-

- হিমায়িত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানিকারকদের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে সকল প্রকার ঋণের বিপরীতে স্মার্ট সুদ হার ৭.৫% হারে ঋণ প্রদান করা
- মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে মাছ বা চিংড়ি সরবরাহের ওপর ২% হারে উৎসে কর প্রত্যাহার করা
- হিমায়িত মাছ ও চিংড়ির রপ্তানি খাতের রপ্তানি বিল হতে অগ্রিম ট্যাক্স ১% এর স্থলে ০.২৫% নির্ধারণ
- হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তার ওপর ১০% হারে অগ্রিম আয়কর কর্তন রহিত করা
- চিংড়ি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা
- কাঁচামালের সংকট নিরসনকল্পে বন্ডেড ওয়্যার হাউস প্রতিষ্ঠা করা
- হিমায়িত মাছ ও চিংড়ি রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃষিখাতের ন্যায় যাবতীয় সুবিধা প্রদান করা
- চিংড়ি ও মৎস্য চাষ খাতে বিদ্যুৎ বিলের হার কৃষিখাতের ন্যায় ধার্য্য করা

বিশিষ্ট আলোচকগণের বক্তব্য:

ক) জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-এর বক্তব্য:

জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় জানান যে, ২০২৬ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন হলে অনেকগুলো দেশে আমাদের শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধা রহিত হয়ে যাওয়াসহ মৎস্য সেক্টরে যে চ্যালেঞ্জগুলো আসবে সেগুলো মোকাবিলায় আমাদের মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে হবে, দক্ষতা বাড়াতে হবে, মার্কেটিং প্ল্যানগুলো ঢেলে সাজাতে হবে, ব্র্যান্ডিং করতে হবে এবং রপ্তানি সহজতর করার পাশাপাশি ইন্টারন্যাশনাল কমপ্লায়েন্স যথাযথভাবে পালন করতে হবে। ভেনামি চিংড়ির চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যেমন ব্রুড এর অভাব, ম্যাকানাইজেশনের অভাব ইত্যাদি দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি জানান যে, গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে কি পরিমান টুনা ও অন্যান্য মাছ পাওয়া যাবে সে বিষয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার বিষয়ে প্রাইভেট সেক্টরকে উদ্বুদ্ধ করে কিভাবে আরও সহায়তা দেয়া যায় সেগুলো পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

খ) সভাপতি, শ্রিম্প হ্যাচারি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (সেব)-এর বক্তব্য:

জনাব আশেক উল্লাহ রফিক, সভাপতি, শ্রিম্প হ্যাচারি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (সেব) বিশেষ অতিথির বক্তব্যে চিংড়ি হ্যাচারি পরিচালনায় লোনা পানি সংকটের বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি জানান যে, অনেক অঞ্চলে লবণ পানি উঠাতে দিচ্ছে না। চিংড়ির উৎপাদন বাড়াতে চিংড়ি চাষ এলাকায় সময়মত নির্বিঘ্নে লবণ পানি যাতে উঠানো যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। চিংড়ি চাষ এলাকায় স্থানীয় বিরোধ মীমাংসায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সুফলভোগী ও এনজিওসমূহ সমন্বয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরো জানান যে, আমাদের রয়েল বেঙ্গল টাইগার এবং ব্ল্যাক টাইগার চিংড়ি আমাদের ঐতিহ্য। উভেয়েরই বিচরণস্থল সুন্দরবন। তিনি খুলনা এলাকায় মৎস্য অধিদপ্তরাধীন Sustainable Coastal & Marine Fisheries Project (SCMFP) প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত চিংড়ি চাষে ক্লাস্টার ফার্মিং পদ্ধতির সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান যে, আমাদের রপ্তানি কমে যাচ্ছে, অভ্যন্তরীণ চাহিদা বেড়েছে। তাই উৎপাদন বাড়াতে হবে, চিংড়ি চাষে ক্ষুদ্র চাষীদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে। তিনি প্রাকৃতিক পরিবেশের লবণাক্ততার ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য উপকূলীয় নদী ও খালগুলোর ড্রেজিং করা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরো জানান যে, একই ক্লাইমেট, একই ভূমিরূপ হওয়া সত্ত্বেও ভারতের তুলনায় আমাদের উৎপাদনশীলতার যে কম পরিলক্ষিত হচ্ছে সে জায়গায় আমাদের কাজ করতে হবে। আমাদের চিংড়ি ন্যাচারালি উৎপাদিত হয়। এটা কিন্তু অর্গানিক হিসেবে ব্র্যান্ডিং করে বাংলাদেশের পণ্য হিসেবে অধিক দামে বিক্রয় করা সম্ভব। তাই ইন্টারন্যাশনালি ব্র্যান্ডিং করতে হবে। এখানে প্রাইভেট সেক্টরেকে কাজ করতে হবে মর্মে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

তিনি জানান যে, আমরা কৃষিতে সাবসিডি দিচ্ছি বিদ্যুতে। আমাদের চিংড়ি চাষে বিদ্যুতের প্রয়োজন। মৎস্য কৃষির একটি উপখাত। তাই দেশের উন্নয়নে ১ ইঞ্চি জলাশয়ও পতিত রাখা যাবে না। তাহলে সেই জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন করতে গেলে যে বিদ্যুতের প্রয়োজন, তাতে কৃষির ন্যায় একই হারে সাবসিডি দেয়া প্রয়োজন মর্মে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি কক্সবাজার এলাকায় চিংড়ি চাষের সরকারী ঘেরগুলোর ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন করার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়, বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহ্বান জানান। গ্রীন ফার্মিং প্রতিষ্ঠার জন্য নেদারল্যান্ডস এর মতো আমদানিকারক দেশসমূহ থেকে ফান্ড আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। জিআই পণ্য হিসেবে চিংড়ির আরও ব্র্যান্ডিং করা প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। কক্সবাজার অঞ্চলের মাতারবাড়ি ডিপ সী পোর্ট করা হচ্ছে, পাওয়ার প্লান্ট করা হচ্ছে, সেই জোনের মধ্যেই তিনি চিংড়ির জন্য একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তিনি কৃষির ন্যায় মৎস্য সেক্টরেও একই ব্যাংক ফেসিলিটি প্রদানের অনুরোধ জানান।

তিনি জানান যে, মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে একদিকে যেমন আমাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটবে, তেমনি বাড়তি মাছ বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাবে। সাবসিডির যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় বিশেষ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে কথা বলতে হবে। বন ও পরিবেশের সাথে সাংঘর্ষিক হলে সেখানে চিংড়ি চাষ করা যাবে না। প্রাইভেট সেক্টর এবং সরকারের পলিসি লেভেল এবং বিশেষজ্ঞগণ সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। সার্কুলার ইকোনমি, ব্লু ইকোনোমি নিয়ে অলরেডি কক্সবাজারে কাজ চলছে। কক্সবাজার মহেশখালী, সোনাদিয়াসহ বিভিন্ন জায়গায় নতুন নতুন ভূমি জেগে উঠছে। নতুন মৌজা সৃষ্টি করা হয়েছে। যে নতুন ভূমিগুলো আমাদের জেগে উঠছে সেগুলোকে কিভাবে চিংড়ি মাছ চাষে কাজে লাগানো যায় সে বিষয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে মর্মে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

<u>সভাপতির বক্তব্য:</u>

কর্মশালার সভাপতি জনাব লোকমান হোসেন মিয়া, নির্বাহী চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব), বিডা জানান যে, বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল, বিশ্বের ৩৩-তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। আমরা বিশ্বে দ্বিতীয় শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। আমরা শাক-সব্জি উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে তৃতীয় শীর্ষ উৎপাদনকারী দেশ। আমরা আজ পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী এলিট ক্লাবের সদস্য। আমরা নিজেদের অর্থে পদ্মা সেতু করেছি। ২০০৯ সালে যেখানে আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪,২০০ মেগাওয়াট, সেখানে বর্তমানে আমাদের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৯,৩৭৫ মেগাওয়াট। অতএব, হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই মর্মে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি জানান যে, কর্মশালার আলোচনা ও অংশীজনের মতামতগুলো সমন্বিত করে একটি আউটকাম ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা হবে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে প্রেরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তিনি কৃষি সেক্টরে তৈরি পোশাক সেক্টরের ন্যায় সমপর্যায়ের সুবিধা দেয়ার অনুরোধ জানান। পরিশেষে তিনি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোসহ সকল অংশীজন সম্মিলিতভাবে মৎস্য সেক্টরের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করে এই সেক্টরের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে- এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তিনি কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অংশীজনের ইনপুটস

অংশীজন: ১

- 'মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০' বাস্তবায়ন এবং গুণগতমানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি নিশ্চিতকরণে মৎস্য অধিদপ্তরের পর্যাপ্ত জনবল ও লজিস্টিক সুবিধাদি নিশ্চিত করা প্রয়োজন;
- ভেনামি চিংড়ির আমদানিকৃত পিএল/পিপিএল/ব্রুড ইত্যাদি পরীক্ষা এবং চাষকৃত চিংড়ির সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত তথা রোগ সনাক্তকরণের জন্য মৎস্য কোয়ারেন্টাইন ল্যাবরেটরি ও ডিজিজ ডায়াগনোস্টিক ল্যাবরেটরি স্থাপন, এবং OIE (World Organisation for Animal Health)-এর গাইডলাইন অনুসারে মৎস্যস্বাস্থ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য সার্ভিল্যান্স প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন;
- খামার পরিচালনা হতে প্রক্রিয়াকরণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সরবরাহ চেইন 'থার্ড পার্টি সার্টিফিকেশন' এর আওতায় আনয়ন প্রয়োজন।

অংশীজন: ২

- চিংড়ি হ্যাচারিতে পিএল উৎপাদনের সমস্যাসমূহ নিরসনে গলদা পিএল মৃত্যুহার প্রতিরোধে গবেষণা করা, বিএমসি স্থাপন (এসপিএফ/ডোমেষ্টিকেটেড ব্রুড), এসপিএফ হ্যাচারি স্থাপন, ডায়াগনষ্টিক ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ, বায়ো-সিকিউরিটি অনুশীলন, কারিগরি জনবল বৃদ্ধি এবং হ্যাচারি বিধিমালার কঠোর বাস্তবায়ন প্রয়োজন।
- আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের সমস্যাসমূহ সমাধানে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোসিডিউর (এসওপি) প্রণয়ন ও তা অনুসরণের মাধ্যমে জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, এসপিএফ/এসপিআর পিএল বৃদ্ধি, উচ্চ উৎপাদন সক্ষম ভেনামি চিংড়ি চাষ প্রচলন করা, উপকূলীয় অন্যান্য বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির মাছের চাষ সম্প্রসারণ করা, যৌক্তিক মূল্যে মানসম্পন্ন চিংড়ি খাদ্য উৎপাদন/আমদানি নিশ্চিতকরণ, মানসম্পন্ন প্রোবায়োটিক ও অন্যান্য উপকরণ সহজলভ্যকরণ, স্বল্প সুদে/বিনা সুদে/ সহজশর্তে ঋণের ব্যবস্থা, বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন, স্বল্পমূল্য হারে ও সহজে বিদ্যুৎ সরবরাহ, আধা-নিবিড় খামারীদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- চিংড়ি বাজারজাতকরণ ও রপ্তানিতে সমস্যাসমূহ দূরীকরণ, নিরাপদ চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি, চিংড়ি ব্র্যান্ডিং, আর্ন্তজাতিক বাজার অন্বেষণ, ভ্যালু অ্যাডেড প্রডাক্ট তৈরিতে গবেষণা করা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- দ্রুততম সময়ে চিংড়িচাষ এলাকা চিহ্নিত করে জাতীয় পর্যায়ে যুগোপযোগী বাস্তবসম্মত নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন, অন্যথায় ক্রমান্বয়ে চিংড়ি এলাকা সংকুচিত হয়ে আসবে।
- উপকূলীয় এলাকার খালে পানি প্রবাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য ব্যাপক ভিত্তিক নদী ও খাল খনন করা প্রয়োজন।
- কেবল বাগদার ওপর র্নিভরশীল না থেকে উচ্চ ফলনশীল ভেনামি চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং চিংড়ি চাষের নিবিড়তা বৃদ্ধি করার জন্য আধুনিক পদ্ধতির সম্প্রসারণে কার্যকর প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- উপকূলীয় অঞ্চলের অন্যান্য বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ মাছের প্রজাতি যেমন ভেটকি, ভাংগন, পারশে এবং কাঁকড়া চাষ সম্প্রসারণে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- পরিবেশ, বন, পানি উন্নয়ন, কৃষি এবং মৎস্য বিভাগের সমন্বয়ে জাতীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অংশীজন: ৩

চ্যালেঞ্জসমূহ

- উপকূলীয় এলাকার ঘেরে পানি সরবরাহের খালগুলি ভরাট হয়ে গেছে। ফলে, ঘেরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হচ্ছে; ঘেরের গভীরতা কম, ফলে রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যাচ্ছে। যার ফলে চিংড়ির উৎপাদন আশানুরূপ হারে বাড়ছে না।
- এসপিএফ (Specific pathogen free) পিএল অপ্রতুল যা চিংড়ির সার্বিক উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
- চিংড়ি ও চিংড়ি পিএল এর খাবার মূলত আমদানি নির্ভর, ফলে দাম বেশি। এ কারণে উৎপাদন খরচ বেশি হচ্ছে।
- অধিকাংশ ঘেরে সনাতন পদ্ধতিতে চাষ হওয়ার কারণে সার্বিক উৎপাদন কম হচ্ছে।
- ঘেরসমূহের আয়তন ছোট এবং ব্যাক্তি মালিকানাধীন হওয়ায় Third Party Certification-এর খরচ বহন করে এ ধরনের সার্টিফিকেশন অর্জন বাস্তবভিত্তিক নয়। প্রাতিষ্ঠানিক খামার বা শিল্প হিসেবে অথবা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং আকারে Third Party Certification অর্জন সম্ভব।
- দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে চিংড়ির অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারের চেয়ে দেশে চিংড়ির দাম বেশি পাওয়া যায়। আবার রপ্তানিকারকের কাছে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, ক্ষেত্র বিশেষে বাকীতে বিক্রয় করতে হয়।
- আমদানিকারক দেশ কর্তৃক নতুন বিধি-নিষেধ আরোপ
- অনলাইন ভিত্তিক ই-ট্রেসেবিলিটি, ই-সার্টিফিকেশন এবং ল্যাবরেটরিতে LIMS বাস্তবায়নে লজিস্টিক ও জনবলের সীমাবদ্ধতা

করণীয়ঃ

চিংড়ি সেক্টরের উন্নয়ন:

- উপকূলীয় এলাকার ঘেরে পানি সরবরাহ খালগুলির গভীরতা বাড়ানো, ঘেরে পানি সরবরাহ, খাল পুনঃখননসহ সার্বিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে।
- গলদা এবং বাগদা চিংড়ি হ্যাচারিকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং হ্যাচারি শিল্পকে সম্পূর্ণ আধুনিকায়ন করে রোগমুক্ত, সবল ও সুস্থ পোনা উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ক্লাস্টার ফার্মিং ও বাণিজ্যিক খামার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি ও আধা-নিবিড় চাষ পদ্ধতির প্রচলন করা যেতে পারে।
- চিংড়িচাষীদের চাষ পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও প্রয়োগের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে এবং শিক্ষিত বেকার তরুণদের এই লাভজনক পেশায় আসতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে, মৎস্য অধিদপ্তরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।
- প্রাকৃতিক উৎসকে রক্ষা ও এসপিএফ হ্যাচারিতে টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্রুড ম্যানেজমেন্ট সেন্টার স্থাপন করতে হবে।
- দেশে মানসম্পন্ন চিংড়ি খাদ্য কারখানা স্থাপন এবং খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণ আমদানিতে শুল্ক হ্রাসসহ আমদানি নীতিমালা সহজীকরণ করা প্রয়োজন।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় চাষি পযায়ে সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ঋণ ও চিংড়ি বীমা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
- বিভিন্ন ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া রোগের কারণে চিংড়ি মারা যাওয়া প্রতিরোধ করার জন্য চিংড়ি-প্রধান এলাকায় প্রতি জেলায় ডিজিজ ডায়গনষ্টিক ল্যাব স্থাপন করা প্রয়োজন।
- উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি জোনিং করতে হবে এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন: লবণ পানি প্রবেশ ও বের হবার জন্য খাল খনন, খামারের আধুনিকায়নসহ সকল ধরণের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

রপ্তানিকারকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি:

- Value Added Product উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে এবং Product Diversification বাড়াতে হবে।
- সম্ভাবনাময় আমদানিকারক যেমন চীন, রাশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।
- বিভিন্ন আমদানিকারক দেশের Standards/ Specifications/ Regulatory Requirement প্রতিপালনের নিমিত্ত রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের Capacity বৃদ্ধি করতে হবে।
- মাছ ও চিংড়ির কাঁচামালের স্বল্পতা দূরীকরণের লক্ষ্যে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং (Contract Farming) ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (BFFEA) কে কার্যকরি উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- ভেজাল প্রতিরোধে ও রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে সাপ্লাইচেইনের মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য দূর করতে হবে এবং উৎপাদিত পণ্য চাষী থেকে সরাসরি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় নেওয়ার ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।
- চিংড়ি খামারের Third Party Certification যেমন ASC (Aquaculture Stewardship Certificate) ও MSC (Marine Stewardship Certificate) এর ব্যবস্থা করা গেলে এর মাধ্যমে BT Shrimp (Black Tiger) Branding করা সম্ভব হবে এবং এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে উচ্চমূল্য নিশ্চিত হবে।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেগোসিয়েশন সক্ষমতা জোরদারকরণ:

- বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মিশনসমূহের কমার্শিয়াল কাউন্সিলরগণের মাধ্যমে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের বাজার অনুসন্ধান, মনিটরিং ও বাণিজ্য বিরোধ নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এর সহায়তায় রপ্তানিকারকগণ কর্তৃক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলা ও কনফারেন্সে তাদের প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্যের গুণগতমান সম্পর্কে প্রচার-প্রচারনার মাধ্যমেও রপ্তানিতব্য মৎস্য পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

অংশীজন: ৪

ক্রম	বিষয়	বিরাজমান সমস্যা	সমাধানের সম্ভাব্য উপায়	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
০১	মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের কাঁচামালের স্বল্পতা হেতু রপ্তানি কম হওয়া	বিশ্বব্যাপী বাগদা চিংড়ি চাষে উদ্ভূত সমস্যার জন্য বাগদা চিংড়ি চাষে ধ্বস নামার ফলে বাংলাদেশের চিংড়ি উৎপাদন ও রপ্তানি ব্যাপক হারে কমে গেছে।	বাগদার পাশাপাশি ৫০,০০০ হেক্টর জমিতে ভেনামি চাষ আরম্ভ করা হলে ১৫,০০০ কোটি টাকা রপ্তানি হতে পারে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/ উদ্যোক্তাবৃন্দ
০২	বাণিজ্যিকভাবে ভেনামি চাষ প্রবর্তন	১. চিংড়ি চাষীরা বাগদা চাষে বিপুল লোকসানের মুখোমুখি হয়েছে ফলে তাদের পক্ষে ভেনামি চিংড়ি সেমি-ইনটেনসিভ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত স্থাপনা তৈরির সামর্থ নেই। ২. লাগসই প্রযুক্তি ও দক্ষ জনবলের অভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ৩. পোনা ও খ্যদ্য সহজলভ্য নয় বিধায় বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পোনা ও খাদ্যে ব্যবহারের ফলে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাবে। ৪. ভেনামি চিংড়ি খামার পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান (এসওপি) প্রনীত হয়নি	১. ভেনামি চাষ এলাকা চিহ্নিত করে চাষীদের খামারের গভীরতা বাড়ানোসহ ও উন্নত অবকাঠামো নির্মানে সরকারী সহায়তা প্রদান ২. বেসরকারী পর্যায়ে দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থাকরণে (এফএও- টিএপিপি) প্রকল্পের মাধ্যমে দ্রুত কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে ৩. অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য বিদেশ থেকে ব্রুড, পোনা ও খাদ্য আমদানির উপর সকল ধরণের কর রেয়াত প্রদান করা যেতে পারে ৪. মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে 'ভেনামি চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারন প্রকল্প' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে ৫. বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সংস্থা/এনজিওদের সহায়তায় ভেনামি চিংড়ি চাষীদের উদ্বুদ্ধ করার কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/ মৎস্য অধিদপ্তর/ উদ্যোক্তাবৃন্দ এফএও/ ডব্লিউএফ/ সলিডারিদাদ ও অন্যান্য এনজিও
০৩	এসপিএফ ভেনামি পিএল উৎপাদন ও সরবরাহ	১. এসপিএফ ভেনামি পিএল উৎপাদনের জন্য অনুমোদিত হ্যাচারিতে বায়োসিকিউরিটি প্রটোকল মানা হচ্ছে কী না তা নিয়ন্ত্রণ/মনিটরিং করার উপযুক্ত সরকারী কোন প্রতিষ্ঠান/কোয়ারেন্টাইন সেন্টার নেই। ফলে উৎপাদিত পোনার গুনগত মান নিয়ে চাষীরা হতাশ। ২. এসপিএফ বাগদা পিএল উৎপাদনের অনুমতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মান-নিয়ন্ত্রন করা হয়নি বলে সাসটেইনেবল প্রকল্পের ক্লাষ্টার বাগদা চাষীরা আশানুরুপ ফলন পায়নি। ৩. ভেনামি চিংড়ি হ্যাচারি পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান প্রণীত হয়নি।	১. অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন বিদেশ থেকে উপযুক্ত টেকনিশিয়ান এনে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশীয় হ্যাচারিতে এসপিএফ ভেনামি পিএল উৎপাদন করে উৎসাহী ভেনামি চাষীদের চাহিদা পূরণ করা যেতে পারে ২. অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন বিদেশ থেকে পিএল/ব্রুড আমদানির পথ সুগম করা যেতে পারে ৩. আমদানি নীতিতে ভেনামির ব্রুড ও পিএল-এর এইচ. এস. কোড নাম অর্ন্তভুক্ত করে শুল্ক মুক্ত করা প্রয়োজন (০৩০৬.৯৫.১০ ও ০৩০৬.৯৫.৯০) ৪. ভেনামি হ্যাচারি পরিচালনার জন্য বিধি-বিধান (এরপি) প্রণয়ন করে সকলকে অবহিত করে এসপিএফ ভেনামি পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যেতে পারে	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/ মৎস্য অধিদপ্তর/ সেব/ উদ্যোক্তাবৃন্দ
০৪	ভেনামি চিংড়ির উপযোগী খাদ্য সরবরাহ	স্থানীয়ভাবে ভেনামি চিংড়ির উপযোগী খাদ্য প্রস্তুত করা হয় না বিধায় আমদানি নির্ভর খাদ্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে	১. সুলভ মুল্যে ভেনামি চিংড়ির খাদ্য সরবরাহের জন্য আমদানিকৃত খাদ্য শুল্কমুক্ত রাখা যেতে পারে। ২. দেশীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উপযুক্ত খাদ্য প্রস্তুতের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/ মৎস্য অধিদপ্তর

ক্রম	বিষয়	বিরাজমান সমস্যা	সমাধানের সম্ভাব্য উপায়	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
০৫	ভেনামি চাষের জন্য হেল্থ কেয়ার প্রোডাক্ট ব্যবহার	ভেনামি চাষের জন্য হেল্থ কেয়ার প্রোডাক্ট স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করে এনে বাজারজাত করা হয়ে থাকে। রিপ্যাকিং এর সময় গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয় না।	১. পন্ড সেনেটাইজার, সয়েল প্রোবায়োটিক, ওয়াটার প্রোবায়োটিক এবং গাট প্রোবায়োটিক আমদানি শুল্কমুক্ত রাখতে হবে ২. সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে (নিয়ন্ত্রিত তাপমানে) বাজারজাত করণের বিষয়টি মনিটর করা প্রয়োজন	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/ মৎস্য অধিদপ্তর/
০৬	ভেনামি চিংড়ির চাষ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন	মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ভেনামি চাষ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়নি। শুধুমাত্র ফেসবুক /ইন্টারনেট এর ধারণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য সদর দপ্তরসহ মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা হতাশা প্রকাশ করে থাকেন।	মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জরুরী ভিত্তিতে ভেনামি চাষ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা যেতে পারে	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/ মৎস্য অধিদপ্তর/
০৭	ভেনামি চিংড়ির চাষ উদ্যোক্তাদের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান	চাষীদের বাগদাভীতি রয়েছে। ক্রমাগত লোকসানের মুখে নতুন করে চাষ করতে অনীহা প্রকাশ করছে।	চাষীদের বাগদা ভীতি কাটিয়ে ওঠার জন্য উদ্যোক্তাদের পার্শ্ববর্তী দেশের সফল ভেনামি চাষ এলাকায় বিনিময় সফরের ব্যবস্থা করা যেতে পারে	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
০৮	চিংড়ি শিল্পে বিদ্যুৎ বিলে রেয়াত	চিংড়ি হ্যাচারি, চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে বিদ্যুৎ খরচ অন্যান্য শিল্পের সমান, ফলে উৎপাদন খরচ বেশি হলে অন্যান্য দেশের সাথে রপ্তানিতে মূল্য প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে।	চিংড়ি হ্যাচারি, চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহে কৃষিখাতের সমান ইউনিট প্রতি ৫ টাকা বিলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ট্যারিফ কমিশনে প্রস্তাব পেশ করে অনুমোদন গ্রহণ করা যেতে পারে	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/ আরইবি/ পিডিবি
০৯	ভেনামি চিংড়ি শিল্পের অগ্রাধিকার ব্যবস্থা গ্রহণ	মৎস্য অধিদপ্তরে চিংড়ি চাষের জন্য অনুমতি প্রদান, পোনা, খাদ্য ও উপকরণ আমদানিতে এনওসি প্রদানের জন্য অগ্রাধিকার প্রদানের ব্যবস্থা নেই। মৎস্যচাষ সম্পসারণ শাখার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ মৎস্যচাষ বিষয়ক আবেদন এর সাথে সিরিয়াল অনুসারে চিংড়ি চাষের ফাইল নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে, যার ফলে চিংড়ি চাষীদের অনুমতি পেতে বিলম্ব হয়।	মৎস্য অধিদপ্তরে চিংড়ি চাষের জন্য অনুমতি প্রদান, পোনা, খাদ্য ও উপকরণ আমদানিতে এনওসি প্রদানের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক সেবা প্রদানের জন্য আলাদা ডেস্ক/শাখা খুলে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/ মৎস্য অধিদপ্তর/
১০	ভেনামি চিংড়ি চাষী/ উদ্যোক্তাদের একক সংগঠন/সমিতি গঠন	ভেনামি চিংড়ি চাষী/ উদ্যোক্তাদের একক সংগঠন/সমিতি নেই বিধায় প্রান্তিক চাষীদের উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না।	ভেনামি চিংড়ি চাষী সমিতি বা অনুরুপ সংগঠনের মাধ্যমে উৎসাহী চাষীদের সংগঠিত করে ভেনামি চাষের সুফল বার্তা পৌঁছে দেয়া যেতে পারে	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/ মৎস্য অধিদপ্তর
১১	ভেনামি চাষের জমি ব্যবহার	১. চিংড়ি চাষের জন্য ইতোপূর্বে ইজারা প্রদানকৃত জমির ইজারা নবায়ন করা হচ্ছে না, বিধায় চাষীরা ভেনামি চাষের উপযোগী জমি ব্যবহার করতে পারছে না। ফলে, সরকার কোটি কোটি টাকার রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।	১. ভেনামি চিংড়ি চাষে উপযুক্ত জমির ইজারা নবায়ন করার জন্য ভূমি মন্ত্রালয়ের সাথে আন্তঃ মন্ত্রণালয় বৈঠকের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান করা যেতে পারে ২. বেলা কর্তৃক দাখিলকৃত রিটটি জাতীয় স্বার্থে ভ্যাকেট করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/ ভূমি মন্ত্রণালয়/ মৎস্য অধিদপ্তর/ আইন মন্ত্রণালয়

ক্রম	বিষয়	বিরাজমান সমস্যা	সমাধানের সম্ভাব্য উপায়	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
১২	চিংড়ি শিল্পে বন্ডেড ওয়ার হাউজ সুবিধা প্রদান	চিংড়ির ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য বিদেশ থেকে উপাদান (ব্রেড ক্রাম্প, সিজনিং) আমদানির ক্ষেত্রে বন্ড সুবিধার ব্যবস্থা নেই; চিংড়ি রপ্তানিকারকবৃন্দ এই সুযোগটি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।	চিংড়ির ভ্যালু এ্যাডেড প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ (যেমন-ব্রেড ক্রাম্প, সিজনিং ইত্যাদি) আমদানির ক্ষেত্রে বন্ড সুবিধার আওতায় বিনা শুল্কে আমদানি করে ভেনামি চিংড়ির মূল্য সংযোজিত পণ্য রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/ মৎস্য অধিদপ্তর/ বিএফএফইএ

অংশীজন: ৫

- বঙ্গোপসাগরের গভীর অংশে টুনা এবং অন্যান্য পেলাজিক মাছ আহরণের কোন হিস্টোরিক্যাল তথ্য আমাদের দেশে নেই।
- বঙ্গোপসাগরে ২০০ মিটার গভীরতার বাইরে মৎস্য আহরণের জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞ জনবলের অভাব রয়েছে।
- যেকোনো বড় ধরনের বিনিয়োগের জন্য এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে এর অর্থনৈতিক কার্যকারিতার সম্ভাব্যতা স্টাডি (Economic feasibility study) করা প্রয়োজন, যেটা হচ্ছে না দেখে উদ্যোক্তারা গভীর সমুদ্রে বিনিয়োগে উৎসাহ পাচ্ছে না।
- গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য সঠিক প্রযুক্তির অভাব রয়েছে।
- গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য দীর্ঘ দূরত্ব আরো একটা বড় বাঁধা।

অংশীজন: ৬

গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়:

- গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের বিষয়টি মৎস্য আহরণে নিয়োজিত এ দেশীয় ট্রলারসমূহের জন্য একেবারেই নতুন বিষয় যার সম্পর্কে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। ইতোমধ্যে সরকারের নিকট হতে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ এ বিষয়ে জানার চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, আমাদের নিকট প্রতিবেশি দেশ যেমন: শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ গভীর সমুদ্রে মৎস্য বিশেষত টুনাজাতীয় মৎস্য আহরণে বেশ সফল। উল্লেখ্য, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়ার মতো আঞ্চলিক খেলোয়াড়দের তুলনায় আমাদের চট্টগ্রাম বেস থেকে সম্ভাব্য ফিশিং গ্রাউন্ড থেকে দূরত্ব তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। টুনা সত্যিকার অর্থেই একটি আন্তর্জাতিক পণ্য যার সাথে সারা বিশ্বে তীব্র প্রতিযোগিতা এবং কৌশলগত জোট রয়েছে। IOTC-তে একজন নতুন প্রবেশকারী হিসাবে, আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে একটি বিশ্বস্ত রপ্তানিকারক হিসাবে নিজেদের লবিং এবং ব্র্যান্ড করার জন্য এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো বিকাশের জন্য মূলধন এবং সফট দক্ষতায় বিশাল বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে।
- প্রথম ১০ বছর খুবই চ্যালেঞ্জিং ও বন্ধুর। যদি আমরা আমাদের সুবিধা ও সম্ভাবনাগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি, তাহলে বাংলাদেশ আগামী ১০ বছরের মধ্যে টুনা এবং টুনা প্রজাতির শীর্ষ ১০টি প্রধান রপ্তানি পণ্যে এবং ২০ বছরের মধ্যে শীর্ষ ৫টি পণ্যে না থাকার কোন কারণ নেই।
- কিন্তু এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব রয়েছে। প্রসঙ্গত, ৮০-এর দশকে দেশের সামুদ্রিক মাছ আহরণ বিকাশ লাভ করতে শুরু করে। মূলত: থাই জেলেরা এবং কোম্পানিগুলি আমাদের দেশীয় কোম্পানির সাথে হাত মেলায়। তারা আমাদের স্থানীয় জনশক্তির দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়েছে, আমরা থাইল্যান্ড থেকে জাহাজ নিয়ে এসেছি এবং এটিই এই বড় সেক্টরের জন্য একটি স্প্রিং বোর্ড হিসাবে কাজ করেছে। প্রসঙ্গত, ২০০০ সালের পর, আমরা থাই নির্ভরতা কাটিয়ে উঠি এবং আমাদের স্থানীয় জনশক্তি যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করে।
- একইভাবে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের জন্য, আমাদের দক্ষ জনশক্তি এবং জাহাজের ক্ষেত্রে দক্ষতা আনতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্ব তৈরি করতে হবে। আমাদের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিকে শুরুতেই এই ধরনের অংশীদারিত্বের জন্য জিনিসগুলি সহজ করা উচিত যাতে বিদেশী অংশীদাররা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং স্থিতিশীল নিয়ন্ত্রক কাঠামো এবং প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে সহায়তার উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্যতা দেখতে পায়। নিশ্চিতভাবে ৫-১০ বছরের মধ্যে, আমরা বিদেশী দক্ষতার উপর নির্ভরতা কাটিয়ে উঠব এবং আমাদের নিজস্ব জনশক্তি বিকাশ করব।

সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের জন্য স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী (কমপক্ষে ১০ বছরের জন্য) নিম্নলিখিত অনুদানের প্রয়োজন:

- জ্বালানি ভর্তুকি একটি আবশ্যক.

- ট্যাক্স, ভ্যাট এবং অন্যান্য শুল্ক পরিশোধে সম্পূর্ণ ভর্তুকি দেওয়া উচিত।

- অতীতের অন্যান্য উদীয়মান সেক্টরের মতো শতভাগ কর অব্যাহতি নিশ্চিত করতে হবে। ১১-২০ বছরের জন্য, ৫% হারে কর্পোরেট কর আরোপ করা যেতে পারে।

- তহবিলের খরচ কমাতে বিশেষ ব্যাঙ্ক ঋণের হার/পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করা প্রয়োজন। যেহেতু এটি অন্যদের চেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ প্রচেষ্টা, তাই ব্যাঙ্ক এবং NBFI-গুলি প্রকল্পগুলিতে অর্থায়ন করতে আগ্রহী হবে না। ঋণ ঝুঁকির দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকল্পটিকে ব্যাংকযোগ্য করার জন্য, সরকার মাছ ধরার ক্ষেত্রে ২০/৩০ বছরের অভিজ্ঞতার সাথে প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তাদের জন্য কিছু আংশিক ঝুঁকি গ্যারান্টি প্রদান করতে পারে।

- বিশেষ স্কিমের অধীনে সুদ এবং মূল স্থগিতাদেশ বা ৫ বছরের গ্রেস পিরিয়ড উপলব্ধ করা হবে যাতে উদ্যোক্তারা এই ব্যবসা শেখার জন্য তাদের অপারেটিং ক্ষতির বোঝা নিতে পারে। নিশ্চিতভাবে, এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্পে আগ্রহী ব্যবসায়িকদের কোনো অপারেটিং ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু ঋণ পরিশোধের চাপ তাদের এই শিল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকল্পগুলি ছেড়ে দিতে বাধ্য করতে পারে।

- টুনা জাহাজ এবং মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের যন্ত্রাংশ আমদানি পর্যায়ে।

- আমাদের বাংলাদেশী ক্রুদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞ ক্রু লাগবে। সেই বিদেশীদের দ্রুত রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

- গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধান একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এ দেশীয় মৎস্য ট্রলার বা জাহাজ কর্তৃক মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধানে সরকার কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ ও বন্ধভাব সপন্ন রাষ্ট্রসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক বা জিটুজি (G2G) চুক্তি করা প্রয়োজন যাতে তাঁরা প্রয়োজনে সে সকল দেশের নৌবাহিনী বা কোস্ট গার্ড গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত বাংলাদেশের জাহাজসমূহকে নিরাপত্তা দিতে পারে/নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

- ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্ববাজারে চিংড়ি রপ্তানি করে হলেও আমাদের নিজস্ব কোন ব্রান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যেহেতু টুনা একটি ব্যয়বহুল এবং বিশ্বব্যাপী চাহিদা এবং এর সাথে বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কিত; সেহেতু আরও বেশি চাহিদাযুক্ত পণ্য, কাঁচা এবং টিনজাত টুনার জন্য বাংলাদেশ ব্র্যান্ড তৈরি করতে সরকারের সাথে কাজ করতে হবে।

অংশীজন: ৭

জীবিত ও হিমায়িত কাঁকড়া শিল্পের সম্ভাবনা, সমস্যা ও সমাধানের উপায়

বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী মৎস্য ও মৎস্যজাত শিল্পের মধ্যে কাঁকড়া অত্যন্ত সম্ভাবনাময়ী একটি পণ্য বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে গড়ে বছরে প্রায় ৭০০ কোটি টাকার কাঁকড়া রপ্তানি হয়ে থাকে যার মধ্যে ৫০% জীবিত কাকা ও অবশিষ্ট ৫০% হিমাদিত নরম কাকরাই হিসেবে রপ্তানি হয়ে থাকে বর্তমানে পুরো শিল্পটিতে উপকূলীয় এলাকার প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান রয়েছে যার মধ্যে প্রায় ২০% জীবিত থাকা এবং অবশিষ্ট ৮০% লোক হিমায়িত নরম কাঁকড়ার সাপ্লাই চেইনে কর্মরত আছে। এই শিল্পের কাঁচামালের জন্য আমাদেরকে মূলত সুন্দরবনের ওপর নির্ভর করতে হয়। উল্লেখ্য যে, সুন্দরবনে যে সকল বিভিন্ন প্রজাতির কাঁকড়া পাওয়া যায় তার মধ্যে রপ্তানি বাজারে শুধুমাত্র Mud Crab (মাড ক্রাব)-এরই চাহিদা রয়েছে। ফলে জেলেরা সুন্দরবন হতে রপ্তানি বাজারের জন্য শুধুমাত্র মাড ক্রাবই আহরণ করে থাকে। জেলেদের কর্তৃক সুন্দরবন হতে মাড ক্রাবের আহরণের সঠিক নীতিমালা, সংঘটিত চাষ পদ্ধতি ও এর সঠিক রপ্তানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খুব সহজেই এই শিল্পের রপ্তানি আয়ের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ (১৪০০ কোটি টাকা) বা ততোধিক করা সম্ভব। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বর্তমানে কিছু গুরুতর সমস্যা থাকার কারণে এই শিল্পটি বর্তমানে সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারছে না। নিম্নে এই শিল্পের মূল সমস্যাসমূহ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হলো:

১. এই শিল্পের মৌলিক ও প্রধান সমস্যা হলো প্রস্তাবিত 'কাঁকড়া ও কাঁকড়াজাত পণ্য উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও রপ্তানি বিধিমালা, ২০২৩' এবং এর 'কারিগরি ব্যবস্থাপনা ও মান নিয়ন্ত্রণ'-এর দায়িত্ব সরকারের দুটি ভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ভিন্ন ভিন্ন অধিদপ্তরের ওপর অর্পিত। ফলে কারিগরি তথ্য গ্যাপ ও অন্যান্য দাপ্তরিক জটিলতায় সম্ভাবনাময় ও রপ্তানিমুখী এই শিল্পের উন্নতি ও অগ্রগতি মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, 'কাঁকড়া ও কাঁকড়াজাত পণ্য উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও রপ্তানি বিধিমালা' নিয়ন্ত্রিত হয় বন অধিদপ্তরের অধীনে। অপরপক্ষে কাঁকড়ার 'কারিগরি ব্যবস্থাপনা ও মান নিয়ন্ত্রণ' নিয়ন্ত্রিত হয় মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনে।

নিজ নিজ আইনের রেফারেন্সে দুই অধিদপ্তর-ই দাবি করে যে কাঁকড়ার নীতিমালা তাদের নিজ নিজ অধীনে রয়েছে। এদিকে দাপ্তরিক এ সমন্বয়হীনতার কারণে উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকগণ উভয়ই এই দুই অধিদপ্তরের মাঝে পড়ে নিয়মিতভাবে খুব অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। ফলশ্রুতিতে কাঁকড়ার উৎপাদন বৃদ্ধি ও রপ্তানি নিয়মিতভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

২. Bangladesh Fisheries Research Institute (BFRI) এর তথ্য মোতাবেক শুধুমাত্র জুলাই ও আগস্ট মাস কাঁকড়ার পিক ব্রিডিং সিজন হওয়া সত্ত্বেও বর্ণ যুক্ত কর্তৃক বছরে মোট পাঁচ মাস (জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি জুন জুলাই আগস্ট) সুন্দরবন হতে কাঁচামাল হিসেবে কাঁকড়া আহরণ নিষিদ্ধ থাকে। এর ফলে প্রচুর বৈদেশিক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বছরে প্রায় অর্ধেক সময় শুধুমাত্র কাঁচামালের নিয়মিত সরবরাহের অভাবে রপ্তানি বন্ধ থাকে। ফলে সম্ভাবনাময় এই খাতে রপ্তানি আয়ও প্রতিবছর কমে যাচ্ছে।

৩. বৈশ্বিক বাজার চাহিদার ওপর নির্ভর করে জীবিত ও হিমায়িত উভয় ধরনের কাঁকড়া শিল্পের জন্য কাঁকড়া বিধিমালায় কাঁকড়ার সঠিক সাইজ (পুরুষ, মহিলা ও বীজ কাঁকড়া) নির্ধারণ না হওয়ায় সরবরাহ ও চালানে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং এর ফলশ্রুতিতে উৎপাদন ও রপ্তানি নিয়মিত ব্যাহত হচ্ছে।

৪. জেলেদের কর্তৃক সুন্দরবন হতে আহরিত কাঁকড়া ছাড়াও স্থানীয় কাঁকড়া হ্যাচারি ও চিংড়ি ঘের হতেও চাষের জন্য কাঁকড়া আহরিত হয়ে থাকে, যা রপ্তানিকৃত মোট কাঁকড়ার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ধারণ করে। হ্যাচারী ও চিংড়ি ঘেরের এই কাঁকড়াসমূহ বন অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত নয়, বরং মৎস্য অধিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত। ফলে বন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত কাঁকড়া নীতিমালায় স্থানীয় হ্যাচারি ও চিংড়ি ঘের হতে আহরিত

কাঁকড়া সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয় না বিধায় স্থানীয় উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকগণ নিয়মিত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। ফলশ্রুতিতে রপ্তানিও নিয়মিত বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

৫. বন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত কাঁকড়া নীতিমালা মূলত জীবিত কাঁকড়া রপ্তানির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। হিমায়িত নরম কাঁকড়ার শিল্পের বিষয়সমূহ এখানে যথাযথভাবে বিবেচিত হয়নি। বিশেষ করে সুন্দরবন থেকে কাঁকড়া আহরণের নিষিদ্ধ সময়ে কোল্ডস্টোরে রক্ষিত হিমায়িত নরম কাঁকড়ার রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক।

৬. প্রতিটি শিপমেন্টের পূর্বে রপ্তানিকারকগণকে মৎস্য ও বন অধিদপ্তর উভয়ের নিকট থেকেই এনওসি (NOC: No objection certificate) গ্রহণ করতে হয় যা খুবই সময় সাপেক্ষ। দুই ডিপার্টমেন্ট থেকে আলাদা আলাদা NOC সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই শিপমেন্টের সিডিউল মিস করার সম্ভাবনা দেখা দেয় ফলশ্রুতিতে রপ্তানি কার্যক্রমও নিয়মিত বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
সম্ভাবনাময় ও রপ্তানি নির্ভর এই কাঁকড়া শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতির লক্ষ্যে উপরে উল্লেখিত সমস্যাসমূহের সমাধান অত্যন্ত জরুরী। সে লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক:

- উপকূলবর্তী প্রায় পাঁচ লাখ লোকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের পাশাপাশি দেশের সার্বিক স্বার্থে বাৎসরিক মোট রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করাই যেহেতু আমাদের মূল লক্ষ্য, তাই বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি নিরপেক্ষ কারিগরি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের মাধ্যমে "কাঁকড়া শিল্পের উৎপাদন, মাননিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও রপ্তানি বিধিমালা" শীর্ষক একটি নীতিমালা বর্তমানে প্রচলিত আইন সংশোধনের মাধ্যমে এককভাবে হয় বন অধিদপ্তর অথবা মৎস্য অধিদপ্তর-এর ওপর অর্পণ করতে হবে।
- BFRI এর তথ্য মোতাবেক বছরে শুধুমাত্র দুই মাস (Peak Breeding Season- July and August) সুন্দরবন হতে কাঁকড়া আহরণ নিষিদ্ধ করতে হবে এবং বছরের অন্যান্য সময় তা চালু রাখতে হবে।
- BFRI ও মৎস্য অধিদপ্তর-এর পরামর্শ মোতাবেক ও বৈশ্বিক বাজার চাহিদার সাথে সমন্বয় রেখে জীবিত ও হিমায়িত উভয় ধরনের কাঁকড়া শিল্পের জন্য কাঁকড়ার বাস্তবভিত্তিক সঠিক সাইজ (পুরুষ, মহিলা ও বীজ কাঁকড়া) নির্ধারণ করতে হবে।
- কাঁকড়া নীতিমালায় পৃথকভাবে Wild caught কাঁকড়া এবং স্থানীয় হ্যাচারীর উৎপাদিত ও চিংড়ির ঘের হতে আহরিত কাঁকড়া, উহাদের চাষ ও রপ্তানির সংক্রান্ত স্পষ্ট নির্দেশনা লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- কাঁকড়া নীতিমালায় জীবিত ও হিমায়িত নরম কাঁকড়া শিল্পের জন্য আলাদাভাবে পরিপূর্ণ ও স্পষ্ট নির্দেশনা লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- সঠিক সময়ে শিপমেন্ট সিডিউল নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের অনুরূপ ওয়ান স্টপ এন ও সি এর ব্যবস্থা করতে হবে।

এছাড়াও সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য রক্ষার পাশাপাশি কাঁকড়া শিল্পকে বাঁচাতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা উচিত:
ক) সুন্দরবনের ভিতরের ও তৎসংলগ্ন নদীসমূহে জাল দিয়ে যে কোনো মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা উচিত। উল্লেখযোগ্য যে, জেলেদের কর্তৃক সুন্দরবন এলাকায় নদীর প্রস্থ বরাবর টানা জাল দিয়ে মাছ ধরার কারণে কাঁকড়া ও অন্যান্য মাছের মাছের পোনা বিলুপ্ত হচ্ছে। তবে সাধারণ মানুষের জীবিকা নির্বাহের তাগিদে বরশি, আটল বা সূতার মাধ্যমে মাছ ধরার অনুমতি দেয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, সুন্দরবন হতে জেলেরা সূতার মাধ্যমে কাঁকড়া ধরে থাকে।
খ) দুষ্ট জেলেদের কর্তৃক সুন্দরবনের খালসমূহের ভিতরে বিষ প্রয়োগে মাছ ধরার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ কঠোর শাস্তির পদক্ষেপ নেয়া উচিত যাতে করে সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন না হয় এবং ধ্বংস হয়ে না যায়।
গ) কাঁকড়ার মজুদ ঘনত্ব (stock density) বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুন্দরবন হতে মা কাঁকড়া ধরা ও এর রপ্তানি নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। তবে হ্যাচারিতে প্রতিপালিত (Hatchery raised) ও ইনডোর আরএএস (RAS) পদ্ধতিতে লালন-পালনের মাধ্যমে উৎপাদিত মা কাঁকড়া রপ্তানির অনুমতি দেয়া যেতে পারে।
ঘ) এছাড়াও নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নিয়মিতভাবে সুন্দরবনে Mud crab-এর stocking density নিরূপনের লক্ষ্যে সার্ভে পরিচালনা করা অত্যন্ত জরুরী।

সর্বোপরি জেলেদের কর্তৃক ধৃত Mud crab-সমূহ সুন্দরবনের মূল ধারার কাঁকড়া নয় বিধায় সুন্দরবনের পরিবেশ রক্ষায় তাদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য নয়। তাই দরিদ্র জনগণের জীবিকা ও দেশের রপ্তানি আয়ের কথা বিবেচনায় রেখে এই শিল্পের ওপর সরকারী নীতিমালাসমূহ আরও সহনীয় করা উচিত।

অংশীজন: ৮

জীবন্ত কাঁকড়া ও কুঁচিয়া মাছ রপ্তানির জন্য একটি জোন বরাদ্দ প্রদান

আমরা দীর্ঘ ৩ দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের অপ্রচলিত পণ্য জীবন্ত কাঁকড়া ও কুঁচিয়া মাছ বিমানযোগে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছি। কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে প্রধান বাজার চীনের GACC (General Administration of China Customs) রপ্তানি করতে আমাদেরকে বাণিজ্যিক এলাকায় মানসম্মত পরিবেশে প্যাকিং সেন্টার তৈরির শর্ত

আরোপ করেছে। অথচ আমাদের প্যাকিং সেন্টারগুলো আবাসিক এলাকায় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, ভাড়া করা জায়গায় গড়ে উঠেছে। অপরিকল্পিত ও আবাসিক এলাকায় প্যাকিং সেন্টার গড়ে উঠায় চীনের কাস্টমসকর্তৃপক্ষ যে কোন সময় আমাদের দেশ থেকে কাঁকড়া ও কুঁচিয়া মাছ আমদানি বন্ধ করে দিতে পারে। ফলে আমাদের খাতের ব্যবসা হুমকির মুখে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৈদেশিক ক্রেতার চাহিদা পূরণ, পণ্যের গুণগত মান ধরে রাখা এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালীকরণের জন্য হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অদূরে আমাদের খাতের রপ্তানিকারকদের জন্য সরকারী ব্যবস্থাপনায় একটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা বরাদ্দ করা খুব জরুরি।

অতএব, টেকসই ও মানসম্মত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অধিক হারি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে হযরত শাহ্ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অদূরে জীবন্ত কাঁকড়া ও কুঁচিয়া মাছ রপ্তানিকারকদের জন্য একটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বিনীত অনুরোধ জানানো হয়েছে।

অংশীজন: ৯

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের উৎপাদন হতে শুরু করে তা পরিবহন, মজুদ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি চেইনের সকল পর্যায়ে জাতীয় এবং/ অথবা আমদানিকারক দেশের চাহিদা ও স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে পরিদর্শন, মাননিয়ন্ত্রণ করে স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ প্রদান করে থাকে, যা ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, জাপান, রাশিয়া, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ সকল আমদানিকারক দেশ কর্তৃক স্বীকৃত। এই আইন অনুযায়ী মৎস্য অধিদপ্তরের সার্টিফিকেটের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে জীবিত ও হিমায়িত কাঁকড়া রপ্তানি করা হয়ে আসছে। উক্ত আইনে মৎস্য অধিদপ্তরকে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির জন্য 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ অনুসারে চিংড়ি ও অন্যান্য মৎস্যের ন্যায় কাঁকড়ার খামার নিবন্ধন, খামারজাত কাঁকড়ার খাদ্য, রোগনিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে মনিটরিং কার্যক্রম ও মাননিয়ন্ত্রণ অত্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে আমদানিকারক দেশের চাহিদার আলোকে পরিচালিত হয়ে আসছে। তথাপি বন অধিদপ্তর কর্তৃক **'কাঁকড়া ও কাঁকড়াজাত পণ্য উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও রপ্তানি বিধিমালা, ২০২৩'** প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা কাঁকড়া রপ্তানিতে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের পরিস্থিতি তৈরি হবে যাতে করে কালক্ষেপনের কারণে দেশের কাঁকড়া রপ্তানি প্রকারান্তরে বাঁধাগ্রস্থ হতে পারে। এমতাবস্থায়, বন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত উক্ত বিধিমালা রহিত করা প্রয়োজন।

অংশীজন: ১০

মাছ-ভাতে বাঙালির প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস মাছ। আমাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে আছে মাছ। খাদ্যের চাহিদা পূরণ, নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের যোগানের মাধ্যমে সুস্থ ও মেধাবী মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কমংসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সর্বোপরি জাতীয় উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখে চলেছে মৎস্য খাত। দেশের মোট জিডিপির প্রায় ২.৪৩ শতাংশ এবং কৃষি জিডিপির প্রায় ২২.১৪ শতাংশ মৎস্য খাতের অবদান (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৩)। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর পুরুষ ও নারীসহ প্রায় ২ কোটি লোক এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণে টেকনাফ হতে সাতক্ষীরা পর্যন্ত ৭১০ কি:মি: সমুদ্র উপকূলীয় তটরেখা এবং বেইজলাইন থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা (EEZ), যার আয়তন ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার। বঙ্গোপসাগরের এ ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনাময় একটি ক্ষেত্র। বর্তমানে দেশে বছরে ৬ লক্ষ মেট্রিক টনের অধিক মাছ আহরিত হয়ে থাকে। আহরিত এ মাছের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো সম্ভব।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য আজ বিশ্ব পরিমন্ডলে স্বীকৃত। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের ৬০ ভাগ যোগান দিচ্ছে মাছ। এছাড়া দেশের মোট জিডিপির ৩.৫% এবং কৃষির জিডিপির ২৫.৭২% মৎস্য খাতের অবদান। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য খাতের অধিকতর উন্নয়ন অপরিহার্য।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় মাছের চাহিদাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে স্থানীয় বাজারে মাছের মূল্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তদুপরি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির মূল্য হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও হিমায়িত মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাসমূহের পরিচালনা ব্যয় তথা Overhead Cost (ব্যাংক সুদ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী, শ্রমিক-কর্মচারী মজুরী, পরিবহন, স্টেশনারী ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি) বা বহুবিধ খরচ বহুগুণ বেড়ে গেছে। এমতাবস্থায়, সরকার এখাতে ১০% নগদ সহায়তা দেয়ায় আমরা চাষীদেরকে স্থানীয় বাজার হতে বেশি মূল্য প্রদান করতে সক্ষম হয়েছি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ভেনামি চিংড়ির সাথে মূল্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা ও বিদেশী ক্রেতাদের চাহিদা মোতাবেক হ্রাসকৃত মূল্যে হিমায়িত মৎস্যপণ্য বিক্রয় করে রপ্তানি কার্যক্রম চালু রেখেছি।

অ্যাকশন প্ল্যান (Action Plan):

রপ্তানি বহুমুখীকরণ তথা রপ্তানি আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে মৎস্য খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগামী ২০২৬ সালের পর বাংলাদেশের এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের প্রেক্ষাপটে এ সেক্টরের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় এখন থেকেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সে লক্ষ্যে বিগত ১০ মার্চ ২০২৪ তারিখে বিডা'য় অনুষ্ঠিত কর্মশালার কী-নোট স্পীকার, আলোচকবৃন্দ, বক্তাগণ, অতিথিবর্গ ও সভাপতির বক্তব্য এবং অংশীজনের মতামতের আলোকে দেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির চ্যালেঞ্জসমূহ ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণ তথা রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নিম্নরূপ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন-

স্বল্প মেয়াদী (১ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য):

বিষয়	করণীয়	বাস্তবায়নে
রপ্তানি বর্ধিতকরণে ইনসেনটিভস ও নীতি সহায়তা প্রদান:		
বন্ডেড ওয়্যার হাউজ সুবিধা প্রদান	• শতভাগ রপ্তানিমুখী মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা কর্তৃক রপ্তানিতব্য মৎস্য পণ্য উৎপাদনের জন্য কোন মৎস্য বা মৎস্যপণ্য বা উহা প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত অন্য কোন কাঁচামাল বা উপকরণ এবং ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির স্পেয়ার পার্টস বিনা শুল্কে আমদানির নিমিত্ত বন্ডেড ওয়্যার হাউজ সুবিধা দিতে হবে।	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
উৎসে কর কর্তনের বিধান রহিতকরণ	• মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে মাছ বা চিংড়ি সরবরাহের ওপর ২% হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান রহিত করা প্রয়োজন।	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
হ্রাসকৃত হারে অগ্রিম ট্যাক্স আদায়	• হিমায়িত মাছ ও চিংড়ির রপ্তানি খাতের রপ্তানি বিল হতে অগ্রিম ট্যাক্স ১% এর স্থলে ০.২৫% হ্রাস করা প্রয়োজন।	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অগ্রিম আয়কর আদায় রহিতকরণ	• হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তার ওপর ১০% হারে অগ্রিম আয়কর কর্তন রহিত করা প্রয়োজন।	• বাণিজ্য মন্ত্রণালয় • অর্থ মন্ত্রণালয় • বাংলাদেশ ব্যাংক • জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ব্রুড/পোনা/পিএল/ পিপিএল, মৎস্য খাদ্য ও অন্যান্য অ্যাকোয়া ইনপুটস আমদানিতে নীতি সহায়তা	• রপ্তানিতব্য মৎস্যপণ্যের মূল্য প্রতিযোগিতার সক্ষমতার বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত ব্রুড/পোনা/পিএল/পিপিএল, মৎস্য খাদ্য, খাদ্য উপকরণ, প্রোবায়োটিক, প্রিবায়োটিক ও অন্যান্য অ্যাকোয়া ইনপুটস আমদানিতে শুল্ক ছাড় ও নীতি সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন।	• বাণিজ্য মন্ত্রণালয় • জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
বিদ্যুৎ বিল	• মৎস্য খামার ও মৎস্য খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষিখাতের অনুরূপ হারে বিদ্যুৎ মূল্য ধার্য্য করা প্রয়োজন।	• বিদ্যুৎ বিভাগ • মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি:		
ভ্যালু অ্যাডিশন বা প্রোডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন	• আমাদের সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মৎস্যসমূহকে বাল্ক আকারে না পাঠিয়ে ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের হাই ভ্যালু অ্যাডেড ডাইভারসিফায়েড মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। • স্বল্প মূল্যের মাছ (Low priced fish) দ্বারা ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	• মৎস্য অধিদপ্তর • রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো • বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল • বিএফএফইএ • সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ
চিংড়ি এবং মাছ উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা ও রপ্তানি বৃদ্ধি:		
উচ্চ উৎপাদনশীল ভেনামি চিংড়ির চাষ সম্প্রসারণ	• মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাসমূহের কাঁচামালের সংকট দূর করতে ও দেশের অভ্যন্তরীণ চিংড়ির চাহিদা পূরণে ভেনামি চিংড়ির উচ্চ উৎপাদনশীলতাকে কাজে লাগাতে দেশে এ চিংড়ির আধা-নিবিড় চাষ দ্রুত সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	• মৎস্য অধিদপ্তর

মধ্য মেয়াদী (২-৩ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য):

বিষয়	করণীয়	বাস্তবায়নে
রপ্তানি বর্ধিতকরণে ইনসেনটিভস ও নীতি সহায়তা প্রদান:		
কোল্ড চেইন সিস্টেম	• কোল্ড চেইন সিস্টেম এর উন্নয়ন করতে হবে।	• সিভিল অ্যাভিয়েশন কর্তৃপক্ষ • চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ • বিএফএফইএ
দ্বিপাক্ষিক নিগোসিয়েশন	• বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ১৩-তম মিনিস্টিরিয়াল সভার সিদ্ধান্তের আলোকে LDC গ্র্যাজুয়েশনের পরও বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুবিধা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জিএসপি সুবিধা প্রদানকারী আমদানিকারক দেশসমূহের সাথে সক্রিয়ভাবে দ্বিপাক্ষিক নিগোসিয়েশনের উদ্যোগ গ্রহণ ও তা অব্যাহত রাখতে হবে।	• বাণিজ্য মন্ত্রণালয় • পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান	• বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ২-৪% হার সুদে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানিকারকদের Enterpreneurship Support Fund (ECF) (পূর্বতন Equity and Enterpreneurship Fund (EEF))/ Export Development Fund (EDF) হতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	• বাংলাদেশ ব্যাংক
	• মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার কাঁচামাল হিসেবে চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধিতে 'কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি'র আওতায় ৪% সুদহারে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত ৫০০০ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় মৎস্য চাষের জন্য ঋণ প্রদান করা প্রয়োজন।	• বাংলাদেশ ব্যাংক • তফসিলি ব্যাংকসমূহ
মার্কেট এক্সেস বৃদ্ধি এবং পলিসি কন্সট্রেইন্ট ও সাপ্লাই চেইনের প্রতিবন্ধকতাসমূহ	• মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে মার্কেট এক্সেস বৃদ্ধি এবং পলিসি কন্সট্রেইন্ট ও সাপ্লাই চেইনের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত ও দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	• বাণিজ্য মন্ত্রণালয় • পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় • মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় • বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহ • সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়
ইউরোপ-আমেরিকার রিটেইল মার্কেটে ও চেইন শপে বিক্রয়	• অধিক মূল্য পাওয়ার জন্য বাংলাদেশের চিংড়ি ইউরোপ-আমেরিকার রিটেইল মার্কেটে ও চেইন শপে বিক্রয়ের লক্ষ্যে রপ্তানিকারকদের কাজ করতে হবে।	• বিএফএফইএ
বীমা	• মাছ/চিংড়ি/কাঁকড়া চাষে বীমার প্রচলন করতে হবে।	• জীবন বীমা কর্পোরেশন
অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	• কক্সবাজার ও খুলনা এলাকায় দু'টি পৃথক শ্রিম্প ইকোনমিক জোন বা অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ ও সেখানে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন।	• বেজা • বিডা
মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি:		
পোস্ট হার্ভেস্ট লস	• পোস্ট হার্ভেস্ট লস কমাতে আমাদের কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে। • পোস্ট হার্ভেস্ট লস কমাতে ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করতে হবে।	• মৎস্য অধিদপ্তর • বিএফএফইএ • সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ
চিংড়ি এবং মাছ উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা ও রপ্তানি বৃদ্ধি:		
জোনিং	• উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ এলাকা নির্ধারণে জোনিং করতে হবে।	• ভূমি মন্ত্রণালয় • মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় • বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল • জেলা প্রশাসক, খুলনা, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, গোপালগঞ্জ, যশোর

বিষয়	করণীয়	বাস্তবায়নে
বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ মাছের প্রজাতির চাষ সম্প্রসারণ	• উপকূলীয় অঞ্চলে সম্ভাবনাময় ও বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ মাছের প্রজাতি যেমন ভেটকি, ভাংগন, পারশে ইত্যাদি চাষ সম্প্রসারণে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।	• মৎস্য অধিদপ্তর • উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা
গলদা, বাগদা ও ভেনামি চিংড়ির চাষ	• আমাদের বাগদা ও গলদা চিংড়ির পাশাপাশি ভেনামি চিংড়ির চাষ দ্রুত সম্প্রসারণের মাধ্যমে মোট চিংড়ির উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। • সনাতন চাষ পদ্ধতির পরিবর্তে উন্নত আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে আধা-নিবিড় এবং নিবিড় চাষপদ্ধতির সম্প্রসারণ, ক্লাস্টার ফার্মিং, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এবং বাণিজ্যিক খামার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	• মৎস্য অধিদপ্তর • উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা • বিএফএফইএ
উপকূলীয় নদী ও খালগুলোর ড্রেজিং এবং লবণাক্ত পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ	• চিংড়ির উৎপাদন বাড়াতে চিংড়ি চাষ এলাকায় সময়মত নির্বিঘ্নে লবণ পানি যাতে উঠানো এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের লবণাক্ততার ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য উপকূলীয় নদী ও খালগুলোর ড্রেজিং করতে হবে। • উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি ঘেরে লবণ পানি উঠানো সংক্রান্ত স্থানীয় বিরোধ মীমাংসায় স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সুফলভোগী ও এনজিওসমূহ সমন্বয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	• পানি উন্নয়ন বোর্ড
চিংড়ির ব্রান্ডিং	• রপ্তানিকৃত বাংলাদেশি চিংড়ির আন্তর্জাতিক ব্রান্ড তৈরিতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। • আমাদের বাগদা চিংড়ি ন্যাচারালি উৎপাদিত হয় যা অর্গানিক হিসেবে ব্র্যান্ডিং করে অধিক দামে বিক্রয়ের মাধ্যমে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। সে লক্ষ্যে প্রাইভেট সেক্টরেকে কাজ করতে হবে। • জিআই পণ্য হিসেবে চিংড়ির আরও ব্র্যান্ডিং করা প্রয়োজন।	• পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় • রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো • মৎস্য অধিদপ্তর • বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল • বিএফএফইএ
আমদানিকৃত চিংড়ির পিএল/পিপিএল/ ব্রুডের কোয়ারেন্টাইন	• ভেনামি চিংড়ির আমদানিকৃত পিএল/পিপিএল/ব্রুড ইত্যাদি পরীক্ষা এবং চাষকৃত চিংড়ির সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত তথা রোগ সনাক্তকরণের জন্য মৎস্য কোয়ারেন্টাইন ল্যাবরেটরি ও ডিজিজ ডায়াগনোস্টিক ল্যাবরেটরি স্থাপন, এবং OIE (World Organisation for Animal Health)-এর গাইডলাইন অনুসারে মৎস্য স্বাস্থ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য সার্ভেল্যান্স প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।	• মৎস্য অধিদপ্তর
থার্ড পার্টি সার্টিফিকেশন (Third Party Certification)	• রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের অধিক মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খামার পরিচালনা হতে প্রক্রিয়াকরণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সরবরাহ চেইন 'থার্ড পার্টি সার্টিফিকেশন' এর আওতায় আনয়ন করা উচিত। আমাদের খামারসূহ ছোট ছোট হওয়ায় ক্ষুদ্র চাষীদের পক্ষে পৃথকভাবে থার্ড পার্টি সার্টিফিকেশনের খরচ বহন করা বাস্তবভিত্তিক নয়। তাই ক্লাস্টারভিত্তিক থার্ড পার্টি সার্টিফিকেশন অর্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	• মৎস্য অধিদপ্তর
কন্ট্রাক্ট ফার্মিং	• মাছ ও চিংড়ির কাঁচামালের স্বল্পতা দূরীকরণের লক্ষ্যে কন্টাক্ট ফার্মিং (Contract Farming) ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোটার্স এসোসিয়েশন (BFFEA) কে কার্যকরি উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।	• বিএফএফইএ
কাঁকড়া উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি:		
প্রস্তাবিত 'কাঁকড়া ও কাঁকড়াজাত পণ্য উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও রপ্তানি বিধিমালা, ২০২৩' রহিতকরণ	• কাঁকড়া রপ্তানিতে সময় ক্ষেপণ ও দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ বন্ধে এবং দ্রুততম সময়ে কাঁকড়া রপ্তানি নিশ্চিতকরণে বন অধিদপ্তর প্রস্তাবিত 'কাঁকড়া ও কাঁকড়াজাত পণ্য উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও রপ্তানি বিধিমালা, ২০২৩' রহিতকরণ করা প্রয়োজন।	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় • পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় • মৎস্য অধিদপ্তর • বন অধিদপ্তর
কাঁকড়া হ্যাচারি	• মাড ক্রাবের পোনা উৎপাদনে হ্যাচারি স্থাপন ও তা পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	• মৎস্য অধিদপ্তর • উদ্যোক্তা
বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ সংশোধনপূর্বক ব্লু সুইমিং ক্রাব ও অনুরুপ অন্যান্য কাঁকড়া রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ	• ব্লু সুইমিং ক্রাব (Blue Swimming Crab) সহ যে সকল সামুদ্রিক মৎস্য অ্যাক্রিসিডেন্টাল ক্যাচ হিসেবে ধরা পড়ে ও দেশে কোনভাবে ব্যবহার করা হয় না, সে সকল সামুদ্রিক মৎস্য ও উহা হতে উৎপাদিত ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য রপ্তানির বাঁধাসমূহ অপসারণ ও রপ্তানিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে বিদ্যমান বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ সংশোধন করা প্রয়োজন।	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় • পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় • বাণিজ্য মন্ত্রণালয় • মৎস্য অধিদপ্তর • পরিবেশ অধিদপ্তর • বিজনেস প্রমোশন

বিষয়	করণীয়	বাস্তবায়নে
		কাউন্সিল • বিএফএফইএ
রপ্তানি বর্ধিতকরণে ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ত করণীয়:		
গভীর সমুদ্রে টুনা ও টুনাজাতীয় অন্যান্য পেলাজিক মৎস্য আহরণ	• আমাদের সমুদ্রসীমায় ও গভীর সমুদ্র হতে টুনা ও টুনাজাতীয় অন্যান্য পেলাজিক মৎস্য আহরণের জন্য শ্রীলংকার জেলেদের অনুকরণে fast moving ফাইবার গ্লাসের তৈরি sea worthy vessel ব্যবহার করা উচিত। • টুনা ও সমজাতীয় অন্যান্য পেলাজিক মৎস্য আহরণের পর অবতরণকেন্দ্র ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় • মৎস্য অধিদপ্তর • বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশন
সী-উইড চাষ ও ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদন	• দেশের উপকূলীয় জেলাগুলোতে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন সী উইড প্রজাতিসমূহের চাষ সম্প্রসারণের জন্য এবং উৎপাদিত সী-উইড বাজারজাতকরণ ও তা দ্বারা ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদনের জন্যে প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। • সী-উইড চাষ, হ্যান্ডলিং, পরিবহন, বাজারজাতকরণের সপক্ষে নীতিমালা করা প্রয়োজন। • টিস্যু কালচারের মাধ্যমে সী-উইডের বীজ উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। • উপকূলীয় এলাকার নারী শ্রমিকদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সী-উইডের বাণিজ্যিক উৎপাদন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।	• মৎস্য অধিদপ্তর • বাংলাদেশ ওশোনোগ্রাফি রিসার্চ ইনিস্টিউট • বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল • বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশন
মেরিকালচার	• সামুদ্রিক মৎস্য রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় এবং অফশোর (Off-shore) জলসীমায় নির্দিষ্ট প্রজাতির মাছ মেরিকালচারের মাধ্যমে উৎপাদনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। • আমাদের উপকূলীয় জলসীমায় বঙ্গোপসাগরে মেরিকালচারের সপক্ষে নীতিমালা করা প্রয়োজন।	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় • মৎস্য অধিদপ্তর • বাংলাদেশ ওশোনোগ্রাফি রিসার্চ ইনিস্টিউট • বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশন
সমুদ্রে কেইজ কালচার	• সমুদ্রে কেইজ কালচার (খাঁচা) প্রযুক্তি ব্যবহার করে সামুদ্রিক কাকঁড়া ও মুক্তা চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। • কেইজ কালচারের মাধ্যমে কাকঁড়া ও মুক্তা চাষের জন্য প্রশিক্ষিত জনবল তৈরী করা প্রয়োজন।	• মৎস্য অধিদপ্তর • বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট • বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশন

দীর্ঘ মেয়াদী (৪-৫ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য):

বিষয়	করণীয়	বাস্তবায়নে
রপ্তানি বর্ধিতকরণে ইনসেনটিভস ও নীতি সহায়তা প্রদান:		
শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুবিধা নিশ্চিতকরণে এফটিএ বা পিটিএ স্বাক্ষর	• বাংলাদেশি মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য প্রধান আমদানিকারক দেশসমূহের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) বা প্রেফারেন্সিয়াল বাণিজ্য চুক্তি (PTA) করার জন্য দ্বিপাক্ষিক নিগোসিয়েশনের উদ্যোগ গ্রহণ ও তা অব্যাহত রাখতে হবে।	• বাণিজ্য মন্ত্রণালয় • পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
টেস্টিং ল্যাবরেটরিসমূহ	• মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিগুলোর টেস্টিং সুবিধার আওতা এবং জনবলবৃদ্ধিসহ সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।	• মৎস্য অধিদপ্তর

বিষয়	করণীয়	বাস্তবায়নে
মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল ও লজিস্টিক সুবিধাদি বৃদ্ধি এবং শূণ্য পদে জনবল নিয়োগ	• নিরাপদ ও গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদন, হ্যান্ডলিং, পরিবহন, বিপণন, বাজারজাতকরণ, ট্রেসিবিলিটি নিশ্চিতকরণে মৎস্য অধিদপ্তরের শূণ্য পদে নিয়োগ দান এবং জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। • 'মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০' বাস্তবায়ন এবং গুণগতমানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি নিশ্চিতকরণে মৎস্য অধিদপ্তরের পর্যাপ্ত জনবল ও লজিস্টিক সুবিধাদি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। • অনলাইন ভিত্তিক ই-ট্রেসেবিলিটি, ই-সার্টিফিকেশন এবং ল্যাবরেটরিতে LIMS বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় জনবল ও লজিস্টিক নিশ্চিত করতে হবে।	• মৎস্য অধিদপ্তর
আন্তর্জাতিক মেলা ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ	• রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এর সহায়তায় মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানিকারকগণ কর্তৃক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলা ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ ও তাদের প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য প্রদর্শন ও তার গুণগতমান প্রচারের মাধ্যমে পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।	• রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো • বিএফএফইএ • সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ
মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি:		
ভ্যালু অ্যাডিশন ও প্রোডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন	• প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট ও ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদনের জন্য গবেষণা করতে হবে। • মৎস্য, মৎস্যপণ্য, বর্জ্য, উপজাত, সামুদ্রিক শৈবাল ইত্যাদি হতে ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদনে গবেষণা করা প্রয়োজন। • বাংলাদেশের চিংড়ির বাজার সম্প্রসারণের পাশাপাশি উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদন ও তা রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	• মৎস্য অধিদপ্তর • বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল • বিএফএফইএ • সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ
মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ শিল্প স্থাপন	• দক্ষিণবঙ্গের যে সকল জেলায় প্রচুর পরিমানে সামুদ্রিক মাছ ল্যান্ডিং হয়, রপ্তানির নিমিত্ত সেসব স্থানে মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ শিল্প গড়ে তোলা প্রয়োজন।	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় • মৎস্য অধিদপ্তর
চিংড়ি এবং মাছ উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা ও রপ্তানি বৃদ্ধি:		
ভেনামি চাষ সম্প্রসারণ	• আগামী ৫ বছরের মধ্যে ৫০,০০০ হেক্টর জমিতে আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে ভেনামি চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	• মৎস্য অধিদপ্তর
গলদাসহ অন্যান্য চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ	• গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে পিএল উৎপাদনের সমস্যাসমূহ নিরসন, গলদা পিএল মৃত্যুহার প্রতিরোধে গবেষণা পরিচালনা, ব্রুড ম্যানেজমেন্ট সেন্টার (বিএমসি) স্থাপন (এসপিএফ/ডোমেষ্টিকেটেড ব্রুডের জন্য), এসপিএফ হ্যাচারি স্থাপন, ডায়াগনষ্টিক ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ, বায়ো-সিকিউরিটি অনুশীলন, কারিগরি জনবল বৃদ্ধি এবং হ্যাচারি বিধিমালার কঠোর বাস্তবায়ন প্রয়োজন।	• মৎস্য অধিদপ্তর
কাঁকড়া উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি:		
জীবন্ত কাঁকড়া ও কুঁচিয়া রপ্তানির জন্য একটি জোন বরাদ্দ	• বৈদেশিক ক্রেতার চাহিদা পূরণ, পণ্যের গুণগত মান ধরে রাখা এবং দ্রুততম সময়ে নির্বিঘ্নে জীবন্ত কাঁকড়া ও কুঁচিয়া রপ্তানি জন্য হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অদূরে জীবন্ত কাঁকড়া ও কুঁচিয়া রপ্তানি খাতের রপ্তানিকারকদের জন্য সরকারী ব্যবস্থাপনায় একটি জোন বরাদ্দ প্রদান করা প্রয়োজন।	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় • ভূমি মন্ত্রণালয় • মৎস্য অধিদপ্তর • জেলা প্রশাসন, ঢাকা • বাংলাদেশ লাইভ এন্ড চিল্ড ফুড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন
রপ্তানি বর্ধিতকরণে ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ত করণীয়:		
সমুদ্রে কেইজ কালচার	• সামুদ্রিক মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সী কেইজ কালচার এবং অটোমেটেড সী কেইজ কালচার শুরু করা দরকার। আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলে এই ধরনের অটোমেটেড কেইজ কালচারের সম্ভাব্যতা বা উপযোগিতা পরীক্ষা করা দরকার।	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় • মৎস্য অধিদপ্তর • বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট • বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশন

বিষয়	করণীয়	বাস্তবায়নে
টুনা ও অন্যান্য মাছের আহরণের ওপর গবেষণা	• গভীর সমুদ্রের মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে কি পরিমান টুনা ও অন্যান্য মাছ পাওয়া যাবে সে বিষয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন। গভীর সমুদ্রের মাছ ধরার বিষয়ে প্রাইভেট সেক্টরকে উদ্বুদ্ধ করে কিভাবে আরও সহায়তা দেয়া যায় সেগুলো পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় • মৎস্য অধিদপ্তর • বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল • বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশন
গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে ইনসেনটিভ প্রদান	• গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য দীর্ঘ দূরত্ব আরো একটা বড় বাধা। গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের বিষয়টি মৎস্য আহরণে নিয়োজিত এ দেশীয় ট্রলারসমূহের জন্য একেবারেই নতুন বিষয় যার সম্পর্কে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। ইতোমধ্যে সরকারের নিকট হতে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করার জন্য কমপক্ষে ১০ বছরের জন্য আর্থিক ও নীতি-সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন। গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের জন্য স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী (কমপক্ষে ১০ বছরের জন্য) নিম্নলিখিত অনুদান দেয়া প্রয়োজন: ▪ জ্বালানি ক্রয়ে ভর্তুকি প্রদান; ▪ ট্যাক্স, ভ্যাট এবং অন্যান্য শুল্ক ছাড়; ▪ স্বল্প হারে (৫%) কর্পোরেট কর আরোপ; ▪ তহবিলের খরচ কমাতে বিশেষ ব্যাঙ্ক ঋণের হার/পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করা; ▪ টুনা জাহাজ এবং মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের যন্ত্রাংশ আমদানি পর্যায়ে শুল্ক মুক্ত সুবিধা প্রদান; ▪ দেশীয় ক্রুদের প্রশিক্ষণ; ▪ বিদেশী বিশেষজ্ঞ ক্রুদের দ্রুত রেজিস্ট্রেশন করা; ইত্যাদি।	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় • অর্থ বিভাগ • জাতীয় রাজস্ব বোর্ড • মৎস্য অধিদপ্তর

০৪/০৮/২০২৪

ড. মোঃ হুমায়ুন কবির খান (৮১০৮)
পরিচালক (উপসচিব)
স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টমেন্ট অধিশাখা
বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৯১৯৮৫৯৮৮১